Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

انامدينة العلم وعلىّ بابها

ইমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

ইমামীয়া দীনিয়াত

Class - IV

পাবলিশার

তানজীমুল মাকাতিন

গোলগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ, ২২৬০১৮

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিইছ্‌মি ছুব্‌হানুহ্‌

ইমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

ইমামীয়া দীনিয়াত

(চতুর্থ শ্রেণীর জন্য)

— ঃ পাবলিশার ঃ —

তানজীমুল মাকাতিব

২৮ গোলগঞ্জ

লক্ষ্ণৌ, ২২৬০১৮

ফোন ঃ ০৯৯-০৫২২-২১৫১১৫

ফ্যাক্স ঃ ০৯১-০৫২২-২২৮৯২৩

মূল্য — Rs 1 5

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ

১। সবের অর্থ লিখাইয়া মুখস্থ করাইতে হইবে। সার অংশকে বোঝাতে হবে।

২। পড়ার শেষে এমন প্রশ্নাবলী করিতে হইবে যাহাতে বাচ্চা বুঝে নেওয়া অর্থ বলিতে পারে।

৩। পড়ার শেষে যে প্রশ্নগুলি আছে সেগুলি সংক্ষেপে লিখাইয়া মুখস্থ করাইতে হইবে। মাছায়েল সম্বন্ধে কার্য্যকরি শিক্ষা দিতে হইবে।

এবং

দরকারী মাছায়েল মুখস্থ করাইতে হইবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

প্রথম পাঠ

মজহাবের প্রয়োজনীয়তা

গাছ বনেও জন্মে, আবার বাগান ও বাগিচায় লাগান হয়। কিন্তু বনে যেতে মানুষ ভয় পায়, বাগানে যেতে তাঁর মন চায়। এর কারণ হ'ল বনে কোন নিয়ম-কানুন ছাড়া গাছ জন্মায়, ও বাগানে নিয়মানুসারে লাগান হয়। বনে কোন মালী গাছগুলির পরিচর্যা করে না কিন্তু বাগানে মালী গাছের পরিচর্যা করে।

মানুষকেও যদি নিয়ম-কানুন ছাড়া বাঁচার সুযোগ দেওয়া হয় তবে মানুষের আবাদী বন জঙ্গলের ন্যায় হয়ে যাবে। যদি নিয়ম-কানুন সহকারে মানুষ জীবন-যাপন করে তবে মানুষের বস্তী জান্নাতের নমুনা তৈরী হবে। সুতরাং প্রয়োজন হল এমন আইনের যা মানুষের বাঁচার উপায় বলে দেয়—এই আইনের নাম ধর্ম। মানুষের এই বাগিচার মালী হলেন নবী ও ইমাম— যাঁদের খোদা সর্বদা আমাদের হিদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন।

অনুশীলনী

১। মানুষের জন্য আইন মেনে চলা কেন প্রয়োজন ?

২। মজহব কাকে বলে ও তার উদ্দেশ্য কি ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বিতীয় পাঠ

খোদা কি নেই ?

পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ধর্মীয় লোক আছে তেমন কিছু লা মজ্‌হবী (নাস্তিক) লোক আছে। এরা নিজেদের 'দাহ্‌রীয়া' (নাস্তিক) বলে। তাদের ধারণা এই পৃথিবী কোন খোদা ব্যতীত একদিন নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার একদিন আসবে যখন নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাদের সম্মুখে পৃথিবীর এমন কোন জিনিষ নেই যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে ইহা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র খোদাকে অস্বীকার করার জন্য তাদের বক্তব্য হল সমগ্র পৃথিবী কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের ষষ্ঠ ইমাম হজরত জাফর ছাদিক (আঃ) এর নিকট এক দাহরীয়া আসে, যার নাম "আব্দুল্লাহ্‌" দাইছানী ছিল। সে আছহাবদের সম্মুখে হজরতের সঙ্গে খোদা সম্পর্কে তর্ক করতে চাইল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ?"

সে ব্যক্তি উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ছাহাবাগণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, লোকটি কেন চলে গেল, সে তো আপনার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছিল ?"

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ইমাম (আঃ) বললেন, তর্ক শেষ হয়ে গেছে আর সে তর্কে পরাজয় বরণ করেছে। এজন্য লজ্জিত হয়ে চলে গেছে। ছাহাবাগণ আরোজ করেন, "মাওলা সে তো কোন কথাই বলে নাই। তা'হলে তর্ক কিভাবে শেষ হয়ে গেল ?" তিনি বললেন; "আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বুঝতে পেরেছিল যে নাম বল্‌লে আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব যদি আল্লাহ্‌ না থাকে তবে আব্দুল্লাহ্‌ কিরূপে হল ? আব্দুল্লাহর অর্থ হল 'আল্লাহ্‌র বান্দা'—যখন আল্লাহ্‌ নেই তবে তার বান্দা কোথা থেকে আসল ?"

হজরত (আঃ) বুঝাতে চাইছিলেন যে খোদা ব্যতিরেকে বান্দার উপস্থিতি অসম্ভব এবং যখন বান্দা উপস্থিত তাহলে এর অর্থ হল তার সৃষ্টিকর্তা খোদা ও উপস্থিত আছে।

অনুশীলনী

১। দাহরীয়াদের সামনে এমন কোন জিনিষ আছে যা নিজেই সৃষ্টি হয়েছে ?

২। 'দাহরীয়া' আলোচনায় কিরূপে পরাজিত হল ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তৃতীয় পাঠ

যদি দুই খোদা হ'ত।

আমরা পৃথিবীতে পরীক্ষা করে দেখেছি, যখন দু'জন ব্যক্তি মিলেমিশে কোন কাজ সম্পাদন করে তখন তাদের মধ্যে কখনও মিল থাকে আবার কখনও বিরোধিতা হয়ে যায়।

মিল থাকলে উভয়ে পরস্পরের মতামতের অনুগামী হয় এবং পরস্পরের পরামর্শের মুখাপেক্ষী থাকে। আর বিরোধিতার সময় কোন কাজ সম্পাদিত হয় না। এই অবস্থা দুই খোদারও হয়। যদি দুই খোদা হ'ত তাহলে হয় পরস্পর সহযোগিতা বা বিরোধিতা দেখা দিত—যদি উভয়ের মধ্যে সহযোগীতা হয় তবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী ও মতামতের অনুগামী হবে। মুখাপেক্ষীতা ও অনুগামীতা কেবলমাত্র বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, খোদার ক্ষেত্রে নয়। খোদা কখনও কারো মুখাপেক্ষী হতে পারে না অনুগামী হতে পারে নতুবা সে খোদা থাকতে পারে না। যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় ও একজন সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে ও অপরজন বিপক্ষে হয় তবে এই ঝগড়ায় পৃথিবীর সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ উভয়ের কথা চলতে পারে না। একজনের কথা চলবে যার কথা চলবে সে শক্তিশালী হবে ও যার কথা চলবে না সে দুর্বল হ'য়ে পড়বে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যে শক্তিশালী হবে তার খোদাই বাকি থাকবে এবং যে দুর্বল হবে তার খোদাই শেষ হয়ে যাবে।

এজন্য আমাদের স্বীকার করতে হবে খোদা এক।

অনুশীলনী

১। দুই খোদা থাকলে কি হত ?

২। খোদাকে এক কেন স্বীকার করা হয় ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্থ পাঠ

গায়েবের উপর ঈমান

ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, ইস্‌লাম যেখানে মানুষদের চোখ দ্বারা কাজ করা শিখিয়েছে সেখানে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েও কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে। চোখের কাজ হল প্রকাশ্য জিনিসগুলো দেখা আর জ্ঞান-বুদ্ধির কাজ ঐ জিনিসগুলি দেখা যা গায়ের (অদৃশ্য) আছে এবং চোখের দৃষ্টিতে আসতে পারে না।

পৃথিবীর বহু জিনিস চোখে দেখে বিশ্বাস করা হয় যেমন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি। কিছু কিছু এমন জিনিসও আছে যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায় নাই, অথচ না দেখেও লোক তাদের বিশ্বাস করে। যেমন কারেন্ট (বিদ্যুৎ), রুহ, বুদ্ধি প্রভৃতি। বৈদ্যুতিক তার দেখা যায় কিন্তু উহার ভিতরে ছুটন্ত বিদ্যুৎ দেখা যায় না। রুহের জন্য সকলেই জীবিত আছে কিন্তু রুহকে কেউ দেখে নাই। বুদ্ধি দ্বারা সকলেই কাজ করে কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া যায় না।

ঐরূপ মজহবও কিছু বিষয় নির্দেশ করেছে যা মানা ও তার অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং বিশ্বাস করা প্রতি মুসলমানের ফরজ। কারণ ইহা খোদা ও রসুল বলেছেন যাঁরা সত্যবাদী এবং তাঁদের ঘোষিত বাণী কখনও ভুল হতে পারে না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

জিন, ফারিস্তা হুর, গিলমান, জান্নাত দোজখ, কওছর প্রভৃতি বহু জিনিস আছে যা খোদা সৃষ্টি করেছে অথচ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা (মুসলমানগণ) উহার অস্তিত্ব স্বীকার করি কারণ হজরত রসুল (ছঃ) বলেছেন যে ঐ জিনিস-গুলি আছে।

গায়েবে ঈমান (বিশ্বাস) আনাই প্রকৃত ইসলাম। যে ব্যক্তি গায়েবে বিশ্বাস করেনা সে মুসলমান নয়। ইস্‌লাম খোদার বিশ্বাস দিয়ে আরম্ভ যা গায়েব আর কিয়ামত উছুলে দীনের শেষ বিষয় যা গায়েব আছে।

দ্বাদশ ঈমাম (আঃ) গায়েব আছেন। খোদার আদেশে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে আছেন। তাঁর গায়বতে (অদৃশ্যতায়) বিশ্বাস রাখা ও তাঁর অবস্থানে আস্থা রাখা ইস্‌লামের এমন একটা অঙ্গ যাকে বাদ দিলে ইস্‌লাম সম্পূর্ণ হতে পারে না।

অনুশীলনী

১। ফুল, আম, আপেল, রুহ, বুদ্ধি বিদ্যুৎ—ইহার মধ্যে কোন-গুলো চোখে দেখা যায় আর কোনগুলো জ্ঞানে ?

২। কোরআন ও বরজখের মধ্যে কোন্‌টি চোখে দেখে ও কোনটি বুদ্ধিতে দেখে বিশ্বাস করা হয় ?

৩। গায়েবে যার বিশ্বাস নেই তাকে কি মুসলমান বলা হবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চম পাঠ

তাওয়াক্কুল্

তাওয়াক্কুলের অর্থ ভরসা করা। সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখা প্রতি মানুষের কর্তব্য। সমস্ত নেমাত সামগ্রী ছিনতাই হয়ে গেলেও নিরাস হলে চলবে না, সমগ্রলোক যদি বিরোধী হয়ে যায় তবুও ভয় করা ঠিক না। যে খোদার উপর ভরসা করে খোদা তাকে সব নেমাত অর্পণ করে এবং যে খোদাকে ভয় করে সে অন্য কাউকে ভয় করে না। কারণ, তার বিশ্বাস থাকে সব লাভ ও ক্ষতি খোদার আওতায়। খোদা যাকে বাঁচায় কেউ তাকে লোপ করতে পারে না আবার, খোদা যাকে লোপ করে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। তেমনই খোদা যাকে বঞ্চিত করে তাকে কেউ কিছুই দিতে পারে না ও সে যাকে ধনী করে দেয় কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

যে খোদাকে ভয় করে না সে পৃথিবীর সকল জিনিসকে ভয় করে, আর যে খোদাকে ভয় করে সে মৃত্যুকে ভয় করে না। যে খোদাকে ভয় না করে সে ভিতু হয়। যে খোদার প্রতি আশা রাখে সে বান্দাদের সামনে হাত পাতে না। বান্দাদের খোশামদ করার চেয়ে তার খোদার সামনে কাকুতি মিনতি করে দুরাশার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ক্ষেত্রেও নিরাশ হয় না - এমন ব্যক্তিদের খোদা বান্দাদের সম্মুখে হেয় করে না।

জনাবে ইব্রাহিমকে (আঃ) যখন নমরুদ ও তার দলবল লাখো মণ আগুনে নিক্ষেপ করল, তখন আগুনের শিখার মধ্যে যেতেও তিনি ভীতু হলেন না, কারণ তিনি কেবল খোদাকে ভয় করতেন। অগ্নি-শিখায় যেয়েও তিনি নিরাশ হলেন না কেননা কেবলমাত্র খোদার প্রতি আশা রাখতেন। খোদাও আগুনকে ঠাণ্ডা করে ইব্রাহিম (আঃ) কে বাঁচিয়ে নিলেন। সুতারাং 'আমাদের কখনও নিরাশ হওয়া উচিৎ না ও আমাদের মন থেকে খোদার ভীতি দূর করা উচিৎ নয়। যেভাবে অত্যাচারী ও হিংস্র পশুকে ভয় করা হয় সেভাবে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ নয়। কারণ এক্ষেত্রে কেবল ভয়ই ভয় থাকে, আশার কোন ঝিলিক থাকে না। বরং যেমন বাবা-মা বা শিক্ষককে ভয় করা হয় তেমনই ভয় করতে হবে- সেখানে ভীতির সঙ্গে আশাও সাহায্য থাকে।

অনুশীলনী

১। তাওয়াক্কুলের অর্থ কি ?

২। খোদা ইব্রাহিমকে (আঃ) আগুন থেকে কেন বাঁচালেন ?

৩। আল্লাহকে কিরূপ ভয় করা দরকার ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠ পাঠ

আদ্ল্

আদ্লের অর্থ হল খোদা সব দোষ থেকে মুক্ত। সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তার মধ্যে বিদ্যমান। সে কোন কুকর্ম করতেও পারে না আবার এমন কোন কর্মে বাধা দিতে পারে না যা করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং খোদা অত্যাচারও করতে পারে না আবার অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়ায় বিরত থাকতে পারে না।

সব দোষ থেকে খোদার মুক্ত হওয়ার দলিল হল, কোনও কু-কাজ কোন ব্যক্তি তখনিই করে যখন সে ঐ কু-কর্মের বিষয় জানে না বা জানলেও কোন লাভের জন্য জেনে শুনে অন্যায় করে। খোদার মধ্যে এ দুটি বিষয় নেই। সে আলীম (জ্ঞানী) সুতরাং সব অন্যায়কে সে জানে এবং সে গণী (ধনী) সুতরাং তার কোন জিনিসের প্রয়োজন বা লোভ নেই। এজন্য সে অন্যায় করে না।

খোদার আদিল হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হ'ল সে তার বান্দাদের অত্যাচার করতে নিষেধ করেছে। কোরআন মজিদেও বারবার এই আদেশ ব্যক্ত হয়েছে এবং এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সকলেই এই আদেশ বর্ণনা করেছেন সুতরাং অত্যাচার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

না করার আদেশ দিয়ে সে স্বয়ং কিভাবে অত্যাচার করতে পারে?

তৃতীয় দলিল হ'ল খোদা ঘোষণা করেছে যে কুকর্মীদের দোজখে ও সুকর্মীদের জান্নাতে দেওয়া হবে। মানুষ জান্নাতের লোভে ও দোজখের ভয়ে সুকর্ম করে থাকে ও কুকর্ম ত্যাগ করে। কারণ খোদার কথায় তার আস্থা আছে কিন্তু যদি খোদা আদিল না হয়ে জালিম (অত্যাচারী) হয় তবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে হয়তো আমরা সুকর্ম করলেও খোদা আমাদের দোজখে নিক্ষেপ করবে। এই চিন্তা করলে খোদার উপর আর ভরসা থাকবে না ও মন্দ কাজ থেকে কেউ বিরত হবে না এবং আর কোন ন্যায় কাজ হওয়া সম্ভব হবে না এভাবে পৃথিবী অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

খোদাকে আদিল মানা আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। খোদার আদিল হওয়ার অর্থ কি?

২। খোদার আদিল হওয়ার কোন একটি দলিল বল?

৩। খোদা আদিল না হলে পৃথিবী অন্যায়ে কেন ভরে যাবে?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তম পাঠ

নবুওয়াত

এই পৃথিবীতে মানুষও জন্মগ্রহণ করে পশুও। সারা জীবন উভয়েই খায় দায় বসবাস করে। তারপর একদিন উভয়েরই মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে প্রতিটি মানুষ ও পশুর মধ্যে মিল আছে। কিন্তু পার্থক্য হল পশুর কাছে তার ভাল মন্দ কাজের হিসেব চাওয়া হবে না বা ভালমন্দ কাজের জন্য তাকে দোজখ বা জান্নাতে পাঠানো হবে না। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে নিজ খোদার সম্মুখে উপস্থিত হবে। যার উপর খোদা সন্তুষ্ট হবে সে জান্নাতেই উত্তম দান সমূহ ভোগ করবে আর যার উপর খোদা অসন্তুষ্ট হবে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। পশুর জীবনে জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে খোদা কিজন্য সন্তুষ্ট হয় ও কিজন্য অসন্তুষ্ট। কিন্তু মানুষের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে খোদা কি জন্য সন্তুষ্ট ও কিজন্য অসন্তুষ্ট হয়। খোদা বান্দাদের উপর দয়াশীল। সেজন্য সে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একলাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছে। যাঁর মধ্যে তিন শত তের বড় নবী, বড় নবীকে রসুল বলা হয়। ৩১৩ রসুলের মধ্যে পাঁচ বড় রসুল ছিলেন যাঁদের উলুল আজ্‌ম্‌ বলা হয়। এই পাঁচ জনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের রসুল হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (ছঃ) ছিলেন। যিনি খোদার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

শেষ নবী ছিলেন। তারপর আর কোন নবী আসে নাই বা আসবেও না। তারপর যারা নবুওয়াতের দাবী করেছিল তারা মিথ্যাবাদী যেমন, –মোছায়-লামায় কাজ্‌জাব সুজাহ ও মির্জা গোলাম আহম্মদ ক্বাদই্‌য়ানী প্রভৃতি

পুস্তকের মধ্যে যে সকল নবীগণের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইলেন –

১। হজরত আদম (আঃ) ২) হজরত নুহ্‌ (আঃ) ৩। হজরত ইদ্‌রিছ (আঃ) ৪। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ৫। হজরত ইছ্‌মাইল (আঃ) ৬। হজরত ইছ্‌হাক আঃ) ৭। হজরত ইয়াকুব (আঃ) ৮। হজরত ইউছুপ (আঃ) ৯। হজরত ইউনুছ (আঃ) ১০। হজরত লুৎ (আঃ) ১১। হজরত ছালেহ্‌ (আঃ) ১২ হজরত হুদ্‌ (আঃ) ১৩। হজরত শোয়ীব (আঃ) ১৪। হজরত শীছ্‌ (আঃ) ১৫। হজরত দাউদ (আঃ) ১৬। হজরত সুলাইমান (আঃ) ১৭। হজরত জুলকিফ্‌ল (আঃ) ১৮। হজরত ইল ইয়াছা (আঃ) ১৯। হজরত ইলইয়াছ (আঃ) ২০। হজরত জকারীয়া (আঃ) ২১। হজরত ইয়াহইয়া (আঃ) ২২। হজরত মুছা (আঃ) ২৩। হজরত হারুণ (আঃ) ২৪। হজরত ইউশা আ (আঃ) ২৫। হজরত ইছা (আঃ) ২৬। হজরত মহম্মাদ মুস্তফা, ছল্লাল্লাহু অলাইহী ওয়াআলিহী ওয়াছাল্লাম।

পাঁচজন উলুল আজ্‌ম্‌ রসুল খোদা যাঁদের শরীয়ত এর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মালিক বানিয়েছেন তাঁরা হলেন. জনাবে নুহ, জনাবে ইব্রাহিম, জনাবে মুছা, জনাবে ইছা ও জনাবে রসুলে খোদা (আঃ)।

আমাদের নবীর আবির্ভাবের পর পূর্বের সব শরীয়তকে খোদা বাতিল করে দিয়েছে। এখন কেয়ামত পর্যন্ত কেবল তাঁহার শরীয়ত বলবৎ থাকবে এবং যে ব্যক্তি এই শরীয়ত মেনে চলবে কেবলমাত্র সেই পরিত্রান পাবে।

অনুশীলনী

১। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

২। খোদার খুশী ও অখুশী মানুষ কিভাবে জানল ?

৩। দুজন মিথ্যা নবীর নাম বল ?

৪। দশজন সত্য নবীর নাম বল ?

৫। বর্তমানে কার শরীয়ত বলবৎ আছে ও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ও কারা পরিত্রান পাবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টম পাঠ

নবীর গুণাবলি

তোমরা জান, প্রতি নবীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার।

১। নবী আলীম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দাদা-দাদী প্রভৃতি সকল পূর্ব্ব-পুরুষ মুসলমান হন। নবী কোন কাফিরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন না, বরং সর্বদা পাক-পবিত্র ভদ্র ও সম্মানীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নবীর কোন ঘৃণ্য রোগ হয় না এবং তারা কখনও ঘৃণ্য বা অসম্মানীয় কার্য করেন না।

২। প্রতি নবীই মাছুম হন। তাঁদের দ্বারা কোন পাপ, অন্যায়, ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি হয় না। নবী আলীম হন বলেই সকল পাপকে ঘৃণা করেন ও সকল অন্যায়কে পরিহার করেন। এই ঘৃণা ও পরিহারের জন্য তাঁরা কখনও পাপ করেন না। ইহা মনে করা ভুল হবে যে মাছুম, অন্যায় না করতে ও ন্যায় কাজ করতে বাধ্য। আসল কথা হল তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য নিজের ক্ষমতাও ইচ্ছার দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত থাকেন ও ন্যায় কাজ করেন।

৩। নবী যত লোকের হিদায়াতের জন্য আসেন তাদের সবার থেকে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষতায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নবীর যুগে কোন ব্যক্তি কোন উৎকর্ষতায় নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।

৪। কোন নবী নিজেই নবি হতে পারে না। বরং খোদা তাঁকে নবুওয়াত দেন।

অনুশীলনী

১। নবীর পূর্ব-পুরুষের মধ্যে কেহ কাফির হতে পারে ?

২। মাছুম কি ন্যায় কাজ করতে ও অন্যায় না করতে বাধ্য ?

৩। নবী কাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নবম পাঠ

নবীর পরিচয়

খোদা কাকে নবী করে পাঠিয়েছে? —ইহা আমরা দুভাবে জানতে পারি। ১) যে নবী বর্তমানে আছেন তিনি পরের নবীর নাম, ঠিকানা ও চিহ্ন বলে যান। যেমন হজরত ইছা (আঃ) আমাদের নবীর আসবার খবর বলে গেছেন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন যে তারপরে এক নবী আসবেন যিনি শেষ নবী হবেন ও তাঁর নাম 'আহমদ' (ছঃ) হবে। আমাদের নবীর আসবার সংবাদ হজরত মুছা (আঃ) ও দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন শেষ নবী ইয়াছরাব শহরে আসবেন। সুতরাং ইহুদিরা আমাদের নবীর আসবার পূর্বেই ইয়াছরাব শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করে। ইয়াছরাব মদিনা মুনাউওয়ারার অপর নাম। ইহুদী ও খৃষ্টান জনাবে মুছা (আঃ) ও জনাবে ইছা (আঃ) দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে শেষ নবীর অপেক্ষা করছিল কিন্তু তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে যখন নবী আসলেন তখন তাঁর প্রতি ঈমান (আস্থা) না এনে ও সাহায্য না করে তাঁর শত্রু ও ভীষণ বিরোধী হয়ে গেল।

২। নবীর পরিচয়ের দ্বিতীয় উপায় হ'ল মোযিজা। মোযিজা খোদার দেওয়া এমন এক শক্তির দ্বারা নবী এমন আশ্চর্য্যজনক কাজ করে দেখান যার উত্তর দেওয়া সে যুগের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

লোকের পক্ষে অসম্ভব। এভাবে লোকের বিশ্বাস হয়ে যায় যে মোযিজা প্রদর্শনকারী খোদার প্রেরিত নবী। এজন্য প্রতি নবী নিজ নবুওয়াতের দাবীর প্রমাণ স্বরূপ মোযিজা প্রদর্শন করেন। যেমন জনাবে মুছার (আঃ) ছড়ি অজগর সাপে রূপান্তর হয়ে জাদুগরদের দড়িগুলো খেয়ে ফেলে ছিল যা জাদুগরদের কারসাজীতে সাপরূপে দেখাচ্ছিল। জনাবে ইছা (আঃ) মৃতদেহ জীবিত ও রোগীকে ঔষধ ছাড়াই রোগমুক্ত করে দিতেন। আমাদের নবী হজরত মুহম্মাদ মুস্তাফা (ছঃ) ও বহু মোযিজা দেখিয়েছেন তিনি আঙ্গুলের ইসারায় চাঁদকে দুখণ্ড করেছিলেন। একবার তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পানির ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছিল। পাথর ও পশু তাঁর আদেশে মানুষের ন্যায় তাঁর নবুওয়াত ও রিছালতের সাক্ষ্য দিত। গাছ তার আদেশে হেঁটে তাঁর নিকট এসে যেত। কুরআন মজিদ আমাদের নবীর সব থেকে বৃহৎ ও কিয়ামত পর্যন্ত পরমায়ু সম্পন্ন মোযিজা যাতে সকল মানুষও জিনদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে যদি সম্ভব হয় তবে তারা সকলে মিলে কুরআনের একটি ছোট সুরার উত্তর নিয়ে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনই উত্তর আসে নাই। ইহা কুরআন মজিদের মোযিজা হওয়ার সর্ব বৃহৎ প্রমাণ।

অনুশীলনী

১। নবীর পরিচয়ের দুটি উপায় কি কি?

২। নবীকে খোদা মোযিজা কেন দেয়?

৩। পাঁচটি মোযিজা বর্ণনা কর।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দশম পাঠ

আমাদের শেষ নবী (ছঃ)

আমাদের নবী (ছঃ) ১৭ই রবিউল আউওয়াল ১লা আমুলফীল সনে শুক্রবারে ছুব্‌হে ছাদিকের (ভোরবেলা) নিকটবর্ত্তী সময় মক্কা মুআজ্জিমায় জন্মগ্রহণ করেন। নবী করিমের মাতা জনাবে আমিনা খাতুন ছিলেন। তাঁর নানা ওয়াহাব যিনি মদিনার খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। নবী করিমের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁর পিতা জনাবে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়েছিল। জনাবে আবুতালিব তাঁর চাচা ছিলেন। নবীর জন্মগ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত এক নুর (জ্যোতি) প্রজ্বলিত ছিল। বহু সংখ্যক ফারিস্তা আকাশ হইতে জমিতে অবতরণ করছিল। শয়তান বিচলিত হয়ে ফারিস্তাদের জিজ্ঞাসা করে যে ক্বিয়ামত কি এসে গেছে? তাঁরা জবাব দিলেন শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (ছঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা আছমান থেকে অভিনন্দন জানাতে আসছেন। ইহা শুনে শয়তান সেই সময় থেকে নবী করীমও তার পবিত্র বংশের শত্রু হয়ে গেল।

তাঁর চার বছর বয়সে তাঁর মাতা আমিনা খাতুন আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আট বছর বয়সে দয়ালু

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দাদা জনাবে আব্দুল মুত্তালিব ইহলোক ত্যাগ করেন। দাদার মৃত্যুর পর তাঁর আপন ও প্রিয়তম চাচা জনাবে আবুতালিব তাকে লালন-পালন করেন। তিনি মৃত্যুদিন পর্যন্ত নবীর সমর্থক এবং সাহায্যকারী ও রক্ষক রূপে ছিলেন তাঁর চাচী জনাবে ফাতিমা বিন্‌তে আছাদ— হজরত আলীর মাতা তাঁকে নিজ সন্তানরূপে পালন করেন। তিনিও তাঁকে মা বলতেন। ২৫ বছর বয়সে আরবের সুপ্রসিদ্ধ মহিলা জনাবে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জনাবে খাদিজা তাঁর সমগ্র ধন-দৌলত ইসলাম প্রচারে নিয়োগ করেন জনাবে খাদিজার মৃত্যুর পর তিনি বহু বিবাহ করেন কিন্তু তিনি মৃত্যুদিন পর্যন্ত হজরত খাদিজাকেই স্মরণ করতেন। ৪০ বছর বয়সে ২৭ রজবে খোদা তাঁকে নবুওয়াত ঘোষণা করার আদেশ দেন। তিন বছর তিনি গোপনে ইস্‌লাম প্রচার করেন তারপর প্রকাশ্য তবলীগের (প্রচারের) আদেশ দেওয়া হয়। যখন তাঁর বয়স ৫১ বছর ও ইস্‌লাম ঘোষণা ১১ বছর হয়েছিল তখন কয়েক মাসের মধ্যে একে একে জনাবে আবুতালিব ও জনাবে খাদিজা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকান্বিত হন এবং সেই বছরকে "শোকের বছর" নাম দিলেন। যখন তাঁর বয়স ৫৩ বছর ও মক্কায় ধর্ম প্রচার ১৩ বছর পূর্ণ হল তখন তিনি কঠিন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে মদিনার দিকে হিজরত করেন। হিজরতের রাত্রে শত্রুরা তার ঘর ঘেরাও করেছিল। তিনি খোদার নির্দেশে ঘরের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বাইরে পদার্পণ করলে শত্রুরা অন্ধ হয়ে যায়। তার চলে যাওয়া দেখতে পায় নাই। তিনি হজরত আলী (আঃ) কে তার স্থানে শয়ন করিয়ে দেন। তার শয়ন স্থান দেখে তারা মনে করল হজরত নবী করিম (ছঃ) বিশ্রাম করছেন। হজরত আলী (আঃ) শত্রুদের উন্মুক্ত তলোয়ারের ছায়ায় সারারাত পরম নিশ্চিন্তে আরাম করেন। হজরত ৬৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি যে বছর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন সেই বছর থেকে হিজরী সন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি তার স্নেহশীলা কন্যা ইসলামের শাহাজাদী জনাবে ফতেমা জাহরার বিবাহ দীন ও দুনিয়ার মাওলা হজরত আলী (আঃ) এর সঙ্গে সম্পন্ন করেন। দশম হিজরীতে তিনি শেষ হজ করেন। মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ১৮ জিলহিজ্জে গদীরে খুম নামক স্থানে ১ লাখ ২৫ হাজার হাজীদের সম্মুখে দুপুরবেলা প্রকাশ্য ময়দানে আল্লাহর নির্দেশে হজরত আলীকে তার খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন ও সমগ্র মুসলমানদের হাকিম (নেতা) স্থাবস্ত করেন। মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি দু'মাস দশদিন জীবিত ছিলেন ও কিছুদিন অসুস্থ থেকে ২৮শে ছফর ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হজরত আলী (আঃ) খোদার শেষ নবীকে গোস্‌ল-কাফন দিয়ে রেছালাতের সূর্য্যকে কবরের পশ্চিমে সমাধিস্থ করলেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। নবী করিমের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ এবং বয়স কত বল ?

২। শৈশবে তাঁকে কে কে লালন-পালন করেন ?

৩। তার মা ও চাচীর নাম কি ছিল ?

৪। নবুওয়াত ঘোষণা ও হিজরতের সময় তার বয়স কত ছিল ?

৫। 'শোকের বছর' কোন বছর ছিল ও কেন ?

৬। জনাব ফাতিমা বিবাহ কবে ও কার সঙ্গে হয়েছিল এবং সন্তানদের নাম কি ছিল ?

৭ হজরত আলী (আঃ) কে কবে এবং খলিফা নিযুক্ত করা হয় ?

৮। রসুলুল্লাহ (ছঃ) কে কে দাফন করেন ?

৯। এখন কত হিজরী সন এবং রসুলের হিজরত কত বছর হল ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একাদশ পাঠ

ইছমাত.

আমরা মুর্খ্য জন্মগ্রহণ করি ও পৃথিবীর সকল জিনিস থেকে অজ্ঞ থাকি। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান সঞ্চয় করি। আমাদের জ্ঞান যত বেশী হয় ততই আমাদের মুর্খতা কম হয়ে যায়। কিন্তু তবুও আমাদের জ্ঞান সামান্যই হয়। আমাদের বড় থেকে বড় আলীমও [জ্ঞানী] অল্পই জ্ঞান সম্পন্ন হন। আমরা জানা সত্ত্বেও ভুলে যাই ও ভুল বশতঃ দোষ করে বসি। তাছাড়া আমরা জেনে শুনেও দোষ ও গুনাহ করি। খোদা এই দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার জন্য ও আমাদের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে নবী এবং ইমাম প্রেরণ করেছে।

নবী ও ইমামকে এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক নতুবা আমাদের হিদায়াত করতে পারবেন না। নতুবা ভূলত্রুটি ও অন্যায়ের সময় তাঁদের হিদায়াত করার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন হবে। নবী ও ইমামগণকে মাছুম করার জন্য খোদা তাঁদের এক বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা এমন জ্ঞানী ও পবিত্র সম্পন্ন করেছে যে এরপর আর কখনও কোন অন্যায়ের ইচ্ছা পর্যন্ত করেন না বা তাঁদের দ্বারা কোন গুনাহ হতে পারে না। এই বিশেষ অনুগ্রহের নাম ইছমাত. (পবিত্রতা) এবং খোদা যাকে তাঁর এই

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন তিনি মাছুম হন।

যেহেতু ইছমাত, একটি অদৃশ্য অনুগ্রহ যা খোদা তার বিশেষ বান্দাদের দান করেন। সেজন্য খোদা না বলে দিলে কারো মাছুম হওয়া জানা যায় না। নবী করিম, বার ইমাম, ও জনাবে ফাতিমার জন্য খোদা তাঁদের মাছুম হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। নবী ও ইমামকে কেবলমাত্র খোদা নিযুক্ত করতে পারে কারণ তাঁদের মাছুম হওয়া আবশ্যক যার সংবাদ একমাত্র খোদা জানে। সুতরাং প্রত্যেক নবী বা ইমাম সেই হতে পারেন যাঁকে খোদা নিযুক্ত করে ও যাঁর মাছুম হওয়ার বিষয়কে জানিয়ে দেয়।

অনুশীলনী

১। ইমামের ইছমাতের অর্থ কি ?

২। ইছমাত কিভাবে জানা যায় ?

৩। ইছমাতের পর মানুষ কি মাজবুর (বাধ্য) হয়ে যায় যে গুনাহ করতে পারে না ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাদশ পাঠ

চোদ্দ মাছুম

১। আমাদের রসুল [ছঃ] —তাঁর পিতা জনাবে আব্দুল্লাহ দাদা জনাবে আব্দুল মুত্তলিব ও মাতা জনাবে আমিনা খাতুন ছিলেন। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

২। জনাবে ফাতিমার বাবা আমাদের রসুল [ছঃ] ও মা জনাবে খাদিজা ছিলেন। তাঁর বিবাহ হজরত আলীর সঙ্গে হয় তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও মদিনায় শাহাদাত বরণ করেন।

৩। হজরত আলীর বাবা জনাবে আবুতালিব, দাদা জনাবে আব্দুল মুত্তলিব ও মা জনাবে ফাতিমা বিনতে আছাদ ছিলেন। তিনি কাবা ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ও কুফার মসজিদে শহীদ হন।

৪। ইমাম হাছানের বাবা হজরত আলী ও মাতা জনাবে ফাতিমা (ছঃ) ছিলেন। মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও মদিনাতেই শাহাদাত পান।

৫ ইমাম হোছায়েনের বাবা হজরত আলী ও মা জনাবে ফাতিমা ছিলেন। মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও কারবালায় শহীদ হন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৬। ইমাম জয়নুল আবেদীনের নাম আলী ছিল। তিনি ইমাম হোছায়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। জনাবে শহরবানু তাঁর মা ছিলেন। মদিনাতেই জন্ম হয় ও মদিনাতেই শাহাদাত।

৭। ইমাম মুহম্মাদ বাক্বিরের নাম মুহম্মাদ (আঃ) ছিল। ইমাম জয়নুল আবেদীন তাঁর বাবা ও ইমাম হাছানের কন্যা জনাবে ফাতিমা মা ছিলেন। মদিনাতেই জন্ম ও শাহাদাত।

৮। ইমাম জাফর ছাদিক্বের নাম জাফর ছিল। বাবা ইমাম মুহম্মাদ বাক্বির ও মা জনাবে উম্মে ফরওয়া ছিলেন মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই শহীদ হন।

৯। ইমাম মুছা কাজিমের নাম মুছা ছিল। বাবা ইমাম জাফর ছাদিক্ব ও মার নাম হামিদা। তিনি আব্ওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ও বাগদাদে শহীদ হন।

১০। ইমাম আলীরিজার নাম আলী, বাবা ইমাম মুছা ও মায়ের নাম নাজমা ছিল। মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও খোরাসানে শহীদ হন।

১১। ইমাম মুহম্মাদ তক্বীর নাম মুহম্মাদ। তাঁর বাবা ইমাম আলীরিজা ও মায়ের নাম ছাবীকা ছিল। মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও কাজম্যায়েনে শহীদ হন।

১২। ইমাম আলী নক্বীর নাম আলী, বাবা ইমাম মুহম্মাদ তক্বী ও মা ছামানা ছিলেন। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও কাজম্যায়নে শহীদ হন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

১৩। ইমাম হাছান আছ্‌কারীর নাম হাছান. তাঁর মায়ের নাম হাদীছা ছিল ও বাবা আলী নক্বী ছিলেন। মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও ছামরাহ্‌তে শহীদ হন।

১৪। ইমাম মহ্‌দীর নাম মুহম্মদ (আঃ)। তিনি ইমাম হাছান আছ্‌কারীর পুত্র ছিলেন ও মায়ের নাম নরজিছ্‌ খাতুন ছিল। সামরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর আদেশে জীবিত আছেন। তাঁর উপাধিসমূহের মধ্যে মহ্‌দী, ইমামে জামানা, ওয়ালিএ আছর, হুজ্জাতুল্লাহ্‌, ছাহেবুল আছ্‌র্‌ ছাহেবু-জ্জামান প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁকে নামের পরিবর্তে ঐ উপাধি দ্বারা ডাকা উচিত। নাম নেওয়া জায়িজ নয়।

অনুশীলনী

১। দশম ইমাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁর মায়ের নাম কি?

২। দ্বাদশ ইমাম কে কিভাবে ডাকা উচিত?

৩। চোদ্দ মাছুমিনদের জন্মস্থান, বাবা ও মাতার নাম বল?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োদশ পাঠ

ইমামত

ইমামতও নবুওয়াতের মত উছুলে দীনের অন্তর্ভুক্ত ফুরুএদীনে নয়। কারণ যে খোদা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবীর পরে নবী প্রেরণ করতে থাকেন সেই খোদার নবুওয়াত শেষ হওয়ার পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী মানুষদের হিদায়াতের ব্যবস্থা করা দরকার। ঐ খোদার কর্তব্য যে নাবুয়াত সমাপ্তির পর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জন্মগ্রহন কবতে থাকা মানুষের হিদায়াতের ব্যবস্থা করে। সুতরাং সেই খোদা খাতিমুল্ মুরছালীন হজরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (ছঃ) এর পর বারজন ইমামকে মানুষের হাদী (হিদায়াতকারী) ও পথনির্দেশক নিযুক্ত করেছেন এইবার ইমামগণের ইমামতকাল শেষ হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে ও ক্বিয়ামত আসবে।

ইমামত উছুলে দীনের বিষয়বস্তু. তাকে স্বীকৃতি না দিলে কোন ব্যক্তি ঈমানসহ মরতে পারে না এবং মরার পর জান্নাতে স্থান পেতে পারে না। আল্লাহ্ পাকের বাণী "কিয়ামতের দিনে" আমি প্রতি ব্যক্তিকে তাদের ইমামদের সঙ্গে ডাকবো"। জানা গেল যে ক্বিয়ামতেদিন মানুষদের শুধুমাত্র "তোমার খোদা কে? তোমার রসুল কে? তোমার পুস্তক কি? তোমার ক্বিব্লা কি? তোমার দীন কি?"—এই প্রশ্নগুলি করা ছাড়াও সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাও হবে যে "তোমার ইমাম কে?" সুতরাং ইমামকে জানা ও মেনে চলা অত্যন্ত দরকারী। হজরত

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

রসূলে করীম (ছঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামকে না জেনে মরবে তার মৃত্যু পথভ্রষ্ট ও কাফিরের মৃত্যু হবে।" জানা গেল যুগের ইমামকে না মেনে কোন ব্যক্তি ইসলামের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করতে পারে না। যখন ইমামের স্বীকৃতি এতই প্রয়োজনীয় তখন খোদার দায়িত্ব হল সে ইমামদের মনোনয়ন করে ও নবীর দ্বারা তাঁদের নাম ঘোষণা করে।

যখন ক্বিয়ামত পর্যন্ত খোদার ধর্ম ও কোরআনের থাকা দরকার তখন শরীয়ত, পুস্তক ও ছুন্নতের কিছু রক্ষক থাকাও দরকার। বার ইমাম এ জন্যই নিযুক্ত হয়েছেন যে তাঁরা নবীর ধর্ম বাঁছিয়ে রাখবেন।

ইমাম—নবীর ন্যায় মাছুম হন। তাঁরা সকলপ্রকার দোষ-ত্রুটি ভুল-ভ্রান্তি ও কু-অসৎ থেকে মুক্ত।

ইমাম—নবীর মত আলীমরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও সারা জীবনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তম বিষয়ে বলতে পারে না যে, তাঁরা জানেন না।

ইমাম—নবীর মত মোযিজার ক্ষমতার মালিক হন। নবী ও ইমামের মোজিযার উত্তর আনা অসম্ভব।

ইমাম—নবীর মত নিজ যুগের সকল মানুষ থেকে প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ ও গুণে শ্রেষ্ঠতম হন।

ইমাম—নবীর মত প্রত্যেক ব্যক্তিগত বংশীয়, শারীরিক, আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য ও গুপ্ত দোষ থেকে মুক্ত হন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ইমাম—নবীর ন্যায় সর্বগুণের আঁধার হন।

ইমাম—নবীর ন্যায় নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ হন।

ইমাম—নবীর ন্যায় দীন ও দুনিয়ার সম্পূর্ণ শাসক হন।

ইমাম—হাশ্‌মী হন ও নবীর আহ্‌লে বায়েতের মধ্যে হন।

অনুশীলনী

১। ইমামদের মধ্যে কি কি বিষয় পাওয়া যায়, বল ?

২। ইমামত উছুলে দীনের মধ্যে আছে তার প্রমাণে একটি আয়াত্‌ ও একটি হাদিছ্‌ বর্ণনা কর—

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চর্তুদশ পাঠ

ইমাম থাকা প্রয়োজন

একটি চিত্তাকর্ষক আলাপ-আলোচনা

ইমাম ব্যতীত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, মানুষ হিদায়াতও পেতে পারে না। এ বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা শোনানো হচ্ছে।

হিশাম বিন হাকাম যিনি হজরত জাফর ছাদিকের (আঃ) শিষ্য বা ছাহাবী ছিলেন - জানতে পারলেন যে আম্‌র্‌ বিন উবাইদা বছরা শহরের জামে মসজিদে বড় বড় ভুল ও মিথ্যা দাবী করছে। একবার তিনি শুক্রবার মস্‌জিদে যেয়ে দেখলেন, বহু লোক তাকে ঘিরে রেখেছে ও কিছু জিজ্ঞাসা করছে। তিনি ভিড় ঠেলে তাঁর নিকটে পৌঁছলেন ও দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল।

হিশাম - আমি একজন বিদেশী, যদি অনুমতি হয় তবে আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি।

আমর্‌ - (নির্ভর হয়ে) যা জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা কর।

হিশাম - তোমার চোখ আছে ?

আম্‌র্‌ - এটা কি কোন প্রশ্ন হল ? এর চেয়ে বড় বোকামির কোন প্রশ্ন হতে পারে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হিশাম— আমার তো ইহাই জিজ্ঞাস্য। উত্তর দিতে তোমার কি ক্ষতি।

আম্‌র্‌—আচ্ছা রাগ করো না, তোমার যদি এই জিজ্ঞাসা থাকে তবে আমি উত্তর দিচ্ছি যে আমার চোখ আছে।

হিশাম—চোখ দিয়ে তুমি কি কাজ কর ?

আম্‌র্‌-ওহে এটা কি কোন জিজ্ঞাসার বস্তু. আচ্ছা আমি এর দ্বারা জিনিস দেখি ও রঙের পার্থক্য নির্ণয় করি।

হিশাম—তোমার নাকও আছে ?

আমর্‌ -আছে। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি ?

হিশাম—উদ্দেশ্য কিছুই না, কেবল এটা বলুন উহা দ্বারা কি কাজ করা হয়।

আম্‌র্‌- উহা দ্বারা সকলপ্রকার ভালমন্দ গন্ধ জানা যায় ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয়।

হিশাম—জিহ্বাও আছে ?

আমর্‌- আচ্ছা ভাই এ প্রশ্নও হোক্ হ্যাঁ জিহ্বাও আছে।

হিশাম— উহা দ্বারা কোন কাজ করা হয় কি ?

আমর্‌—উহা দ্বারা কথা বলি বিভিন্ন জিনিসের স্বাদ অনুভব করি। মিষ্টি, ঝাল, নোনতা ও পান্‌শা উহা দ্বারাই জানা যায়।

হিশাম— তোমার কানও আছে ?

আমর্‌ - হ্যাঁ ভাই, আছে।

হিশাম— ইহা কোন কাজে আসে, না এমনিই ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আমর — খুব ভাল, মহাশয়, উহা দ্বারা ভালমন্দ, নিকট ও দূরের কথা শ্রবণ করি।

হিশাম— ভালই হবে, আচ্ছা এবার বল হাত আছে ?

আমর — বা, বা, হাত নেই মানে ? আমি কি নুলো ? তোমার উদ্দেশ্য কি ?

হিশাম— উহা দ্বারা কোন কাজ করা হয় কি ? না এমনই শুধু দেখার জন্য।

আমর ছুবহানাল্লাহ ! ওহে ভাই, এর দ্বারাইতো, ঠাণ্ডা-গরম শুষ্ক রসাল, নরম-শক্ত ও খসখসে-মসৃন জিনিস জানা যায়। যাহোক এভাবে প্রত্যেক অঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে করতে হৃদয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।

হিশাম — তোমার হৃদয় আছে, না হৃদয় ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছ ?

আমর — মাশাআল্লাহ ! হৃদয় যদি না থাকবে, তবে কাজ কি ভাবে হবে ? হৃদয়ই তো সকল কর্ম্মের দায়িত্বশীল।

হিশাম— উহা দ্বারা কোন কাজ হয় কি ?

আমর — চমৎকার ! ওহে ভাই, উহা সমগ্র শরীরের বাদশাহ এবং উহা শরীরের সমস্ত রাজ্য দেখাশুনা করে।

হিশাম অন্য সব অঙ্গ কি এর মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাধীন হয় ?

আমর — হ্যাঁ, হৃদয় ছাড়া তো কোন কাজই হতে পারে না।

হিশাম — অন্য অঙ্গগুলি সুস্থ ও সবল থাকা সত্ত্বেও হৃদয়ের মুখাপেক্ষী হয় কেন ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আমর— আরে মহাশয়, যখন অঙ্গগুলি কোন বিষয়ে সন্দেশ করে তখন হৃদয়ের দিকে মনোযোগী হয় এবং উহা যে আদেশ দেয় তা মেনে নেওয়া হয়।

হিশাম— তাহ'লে কি মানুষ্য শরীরে হৃদয় থাকা অত্যাবশ্যক যে উহা ছাড়া অঙ্গগুলো কোন বিষয়ে বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না ?

আমর্ — হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, উহা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

হিশাম — হে আমর্! যখন, খোদা শরীরের কয়েকটা অঙ্গকে পরিচালক ও নেতাবিহীন ছাড়ে নাই, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষদের ইমাম ব্যতিত কিভাবে ছাড়তে পারে, এবং তাদের হিদায়াতের কোন বন্দোবস্ত করবে না!

ইহা শ্রবণ করে আম্রের বুদ্ধি উধাও হয়ে গেল এবং বিচলিত হয়ে বলতে লাগল।

আমর্— মিঞা তুমি কি হিশাম ?

হিশাম — নামের সঙ্গে কি দরকার ?

আমর্ তুমি কোথাকার বাসিন্দা ?

হিশাম – কুফার বাসিন্দা।

আমর্— "তাহলে তুমি নিশ্চয়ই হিশামই।" ইহা বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ও হিশামের গলা জড়িয়ে ধরে মসনদে নিজের পাশে স্থান দিল এবং যত সময় হিশাম সেখানে বসে থাকলেন তত সময় ভয়ে কোন কথাই বলল না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে সব সময় একজন ইমাম থাকা দরকার।

অনুশীলনী

১। হিশাম কে ছিলেন ? তিনি কার ছাহাবী ছিলেন ?

২। তিনি বছরার আমর বিন উবাহিদাকে কিরূপে নিরউত্তর করলেন ?

৩। হিশামের এ শিক্ষা কার নিকট থেকে হয়েছিল ?

৪। হিশামকে আমর্ কি ভাবে চিন্‌তে পারল ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চদশ পাঠ

পৃথিবীর শেষ পরিনাম

যেভাবে প্রথমে এ পৃথিবী ছিল না, পরে সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনই একদিন এমনই আসবে তখন এ পৃথিবী থাকবে না ও কিয়ামত এসে যাবে। কিয়ামত এভাবে আসবে যে খোদার আদেশে হজরত ইসরাফীল একটি ছুর নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন। ছুরের উপর অংশে দুটি মুখ থাকবে, একটি মুখ আকাশের দিকে ও অন্যটি পৃথিবীর দিকে থাকবে। প্রথমে পৃথিবীর দিকের অংশে ছুর ফুঁকবেন, তখন পৃথিবীবাসী সকলেই মারা যাবে। পরে অন্য অংশে ছুর ফুঁকলে সমস্ত আকাশবাসী মারা যাবেন এবং ইসরাফীল ব্যতিত কেহই বেঁচে থাকবেন না। তারপর ইসরাফীলও খোদার আদেশে মৃত্যু বরণ করবেন এবং খোদার যখন ইচ্ছা হবে তখন প্রথমে আকাশবাসী ও পরে পৃথিবীবাসীদের জীবিত করা হবে ও সকলের হিসাব নিকেশ হবে এবং নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী লোক জান্নাত ও দোজখে যাবে।

কিয়ামতের চিহ্ন ঃ— কিয়ামত আসবার পূর্বে কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যা দ্বারা বুঝা যাবে যে কিয়ামত আসছে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

১। **ইয়াজুজ মাজুজ** ঃ— এরা ধ্বংসলীলা সম্পাদন করত ও খুবই রক্তপাত করত। ছিকন্দর জুলকরনায়েন একটি পাঁচিল তৈরী করে দিয়ে ছিলেন। যার জন্য পৃথিবী ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হলে পাঁচিল পড়ে যাবে ও তারা বেরিয়ে এসে পুনরায় ধ্বংসলীলায় মেতে উঠবে।

২। ক্বিয়ামত আসার সময় সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হবে।

৩। ক্বিয়ামত আসার পূর্বে সমগ্র পৃথিবীতে ধোঁয়া ভরে যাবে।

অনুশীলনী

১। ক্বিয়ামত কবে আসবে ?

২। হজরত ইসরাফীল কে ?

৩। ক্বিয়ামতের পূর্বে কি কি ঘটনা ঘটবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ফুরুএ দীন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠদশ পাঠ

নামাজ

আমাদের কর্তব্য ঃ আল্লাহ্ আমাদের জীবন দিয়েছে। সেই আমাদের আহার যোগায়। সেই আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন দিয়েছে। সেই আমাদের জ্ঞান ও উন্নতি দান করে। সেই আমাদের দৌলত ও সম্মান দেয়। সেই আমাদের সম্পদে বরকত দেয়। এক কথায়, আমাদের যা অর্জিত হয় সব তারই।

আল্লাহ্ আমাদের পিতা-মাতা থেকেও বেশী ভালবাসে। আমাদেরও সেই আল্লাহ্‌কে ভালাবাসা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাল-বাসার শ্রেষ্ঠ উপায় হল আমরা তাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার নাম হল ইবাদত। ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য।

নামাজ ঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামাজ! উহাতে দীন ও দুনিয়ার বহু উপকারিতা আছে।

নামাজ পড়লে আমাদের সময়ের অনুগামী হওয়ার অভ্যাস হয়। নামাজীর শরীর পরিষ্কার থাকে ও হৃদয় পবিত্র থাকে।

নামাজ পড়লে জ্ঞান-বিদ্যা, ঈমান ও দৌলতে খোদা বরকত দেয়।

নামাজীকে সকলে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নামাজীর প্রতি খোদাও সন্তুষ্ট, রসুলও সন্তুষ্ট ইমামগণ ও উৎফুল্ল, মোমীনও প্রফুল্ল থাকেন ।

নামাজের দ্বারা মনুষ্য আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি হয় ।

নামাজ আমাদের অন্যায় বিষয়ে বাধা দান করে ।

নামাজ পরকালে মুক্তির পুঁজি হয় । যার নামাজ কবুল (গ্রাহ্য) হয় তার সকল ভাল কর্ম কবুল হবে । যার নামাজ কবুল হবে না আল্লাহ্ তার কোন কর্মই কবুল করবে না ।

নামাজের দ্বারা বিপদ দূর হয়, মনুষের মুশ্কিল শেষ হয়ে যায় ।

যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে সে ফাসিক (ধর্মীয় আদেশ লঙ্ঘনকারি । খোদা দরবার হইতে সে ভীষণ শাস্তি পাবে ।

যে ব্যক্তি নামাজকে হেয় ও বেকার মনে করবে সে কাফির । যে নামাজকে অস্বীকার করে সে খোদাকে অস্বীকার করল । এবং যে খোদাকে অস্বীকার করে সে মুসলমান নয় ।

নামাজী খোদাকে ভয় করে । সে জন্য সে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে ।

নামাজী খোদার শুক্র্ আদায় করে । নামাজে আল্লাহ্র নেমত (দান) অর্জিত হয় ।

নামাজ, জমাআতসহ পড়লে পরস্পরে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃ-সুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

নামাজের একটি নিয়ম আছে এবং সকলে সেই নিয়ম অনুসারে নামাজ পড়ে যার কোন পরিবর্তন বা অপর্যায়ক্রম হতে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পারে না। জীবনের অন্য কর্মেও যদি এই নিয়ম-নিষ্ঠা পালিত হয় তবে প্রতি কর্মে কৃতকার্যতা অবসম্ভাবী।

অনুশীলনী

১। ইবাদত কাকে বলে? সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত কি?

২। নামাজকে যে বেকার মনে করে তাঁকে কি বলা হবে?

৩। জমাআতসহ নামাজের উপকারীতা কি?

৪। নামাজের যে কোন তিনটি উপকার বর্ণনা কর?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তদশ পাঠ

মাছুমগণের নামাজ

নবীর (ছঃ) নামাজ ঃ আমাদের নবী সারারাত নামাজে রত থাকতেন। তাঁর পা ফুলে যেত। অবশেষে খোদাকে বলতে হল "হে কম্বল্ পরিবৃত হাবীব! রাত্রে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করো।"

প্রথম ইমামের (আঃ) নামাজ ঃ আমাদের প্রথম ইমাম হজরত আলী (আঃ) দীন ও দুনিয়ার বাদশা ছিলেন। একবার তিনি যুদ্ধে গেছেন। ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। শত্রুরা তাঁর চারদিক থেকেই ঘেরাও করে রেখেছিল ও তাঁকে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। এমন সময় নামাজের সময় হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে নামাজ আরম্ভ করে দিলেন। একবারও চিন্তা করলেন না যে শত্রুরা তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছে।

নামাজান্তে এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন "হে আলী! এই যুদ্ধাবস্থায় নামাজ পড়ার অবকাশ কি ছিল?

তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা এই নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তো যুদ্ধ করছি।"

তৃতীয় ইমাম (আঃ) এর নামাজ ঃ আমাদের তৃতীয় ইমাম হোছায়েন (আঃ) কে হাজার হাজার শত্রুরা কারবালায় ঘিরে রেখেছিল ও তাঁকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিল। দশই মহরমে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

জোহ্‌রের সময় তিনি তাঁর দুজন সঙ্গীকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন যাতে শত্রুদের সব আক্রমণ তাঁরা প্রতিহত করেন ও তিনি নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর হাজার হাজার শত্রুর ভয়ও হল না. না বর্ষণ মুখর তীরের ভয়, না মৃত্যুর চিন্তা এবং না আহত হওয়ার আশঙ্কা তিনি তীরের বৃষ্টির মধ্যে নামাজ সমাপ্ত করলেন। শত্রুরা আছরের সময় তাঁকে শহীদ করল যখন তাঁর মাথা সাজদায় ছিল। তিনি সাজদায় মাথা কাটিয়ে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে জীবন যেতে পারে কিন্তু বন্দেগী যেতে পারে না।

চতুর্থ ইমাম (আঃ) এর নামাজঃ হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন আমাদের চতুর্থ ইমাম। তিনি দিবারাত্র খোদার ইবাদতে রত থাকতেন খোদার এমন ভয় প্রভাবিত করত যে লোক মনে করত ইমামের মৃত্যু হয়ে গেছে।

একবার তিনি মামাজ পড়ছেন, শয়তান মনে করল তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে। সুতারাং শয়তান সাপ হয়ে তাঁর জানামাজে আসল ও তাঁর পায়ের বুড়া আঙ্গুল চিবাতে লাগল। তিনি নামাজে এমনই মশগুল ছিলেন যে শয়তানের আঙ্গুল চিবানো বুঝতেই পারলেন না ইহাতে শয়তান দারুণ অবাক হয়ে গেল। নামাজ শেষ হলে একটি অদৃশ্য আওয়াজ আসল "নিঃসন্দেহে আপনি জয়নুল আবেদীন" –ইহাই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ উপাধি। (অর্থাৎ ইবাদাত কারিদের সাজ)।

নামাজের মর্যাদাঃ নামাজে কেবল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা দরকার আজে-বাজে খেয়াল অন্তরে স্থান না দেওয়া উচিত।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যদি কোন চিন্তা থাকে তবে নামাজান্তে প্রার্থনা করা উচিত। সে (খোদা) উহাকে দূর করে দিবে। নামাজে কেবল খোদার ধ্যান করাই নামাজের মর্যাদা। অন্যান্য বিষয় চিন্তা করার জন্য আমাদের আরও সময় আ'ছে। এ কারণেই খাঁটি মুসলমান নামাজে কেবল আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান দেয় না।

এক যুদ্ধে হজরত আলী (আঃ) এর পায় তীর বিদ্ধ হয়ে যায় যা বার করার সময় তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তেন। হজরত রসুলে করীম (ছঃ) বললেন, আলী (আঃ) নামাজে রত হলে তীর বার করে দিতে। সুতরাং নামাজের সময় তীর বার করা হলে তিনি কিছুই জানতে পারলেন না।

যদি আমরা আমাদের ইমামগণের যথার্থ মান্যকারী হই তবে আমাদের কখনও নামাজ ত্যাগ করা উচিৎ নয় এবং নামাজের সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খেয়াল না করা উচিত।

অনুশীলনী

১। ইবাদতের অর্থ কি ?

২। নামাজের তিনটি উপকারীতা বল।

৩। কোনও ইমাম (আঃ) এর নামাজের কোন ঘটনা বল।

৪। নামাজের মর্যাদা কি ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টদশ পাঠ

ওয়াজিব নামাজ

যুগের ইমামের গায়বতের (অদৃশ্য) কালে ছয় প্রকার নামাজ ওয়াজিব।

১। নামাজে পঞ্জগানা অর্থাৎ ফজর জোহর আছর্ মগরিব ও ইশা।

২। নামাজে আয়ত অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ভূমিকম্প প্রভৃতির সময়ের নামাজ।

৩। নামাজে মাইয়্যীত (জানাজার নামাজ)।

৪। ওয়াজিব তওয়াফের নামাজ।

৫। পিতার ক্বাজা নামাজ।

৬। নামাজে ইজারা, নজর ও এ্যাহাদ্ (শপথ) প্রভৃতি

জুমার নামাজ নামাজে পঞ্জগানার মধ্যে গন্য হয়। ইহা শুক্রবার জোহরের পরিবর্তে ওয়াজিবে তাখিরী। কিন্তু শর্তানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগদান এহ্তিয়াত সাবধানতা অনুসারে ওয়াজিব।

নামাজের শর্তাবলী ঃ নামাজের পূর্বে ছয়টি জিনিস ওয়াজিব।

১। নাজাসাত দূরীকরণ ঃ অপবিত্রতা দূর করা, পাক কাপড় পরা।

২। তাহারত্ ঃ অর্থাৎ ওয়াজু বা গোসল বা তাইইয়ামুম করা।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৩। সাত্‌র্‌ অর্থাৎ পুরুষ নিজ অগ্রপশ্চাৎ লজ্জাস্থান লুকাবে ও স্ত্রী সমস্ত শরীর লুকাবে, কোন দর্শক থাক বা না থাক। কেবল চেহ্‌রা (মুখমণ্ডল) কব্জী হইতে নিচের দিকে হাত ও পায়ের গিরো হইতে নিচর অংশকে খোলা রাখা জাইজ।

৪। সময়ঃ অর্থাৎ প্রতি নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে পড়া।

৫। স্থান মুবাহ্‌ হওয়াঃ অর্থাৎ নামাজের স্থান জাইজ হবে, গছবী হবে না।

৬। ক্বিব্‌লার ইস্তীক্ববালঃ অর্থাৎ ক্বিব্‌লার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে।

পুরুষের রেশমী বা সোনা মিশ্রিত কাপড় পরে নামাজ পড়া জাইজ নয়।

অনুশীলনী

১। গায়বতের কালে কয়প্রকার নামাজ ওয়াজিব ?

২। নামাজের পূর্বে যাহা ওয়াজিব তাহা বর্ণনা কর।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনবিংশ পাঠ

কিব্‌লা

কিব্‌লা সেই স্থান যেখানে কাবা ঘর অবস্থিত কাবা ঘরের আশেপাশের অধিবাসী যারা অতি সহজে কিব্‌লা নির্ণয় করতে পারে তাদের কাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ওয়াজিব।

যারা কাবা থেকে দূরে তাদের কাবার দিক মুখ করে নামাজ পড়া উচিত।

কিবলা নির্ণয়ের কয়েকটি উপায় আছে। যেমন দেখতে হবে সে স্থানে মুসলমানদের মসজিদ কোন দিক হিসেবে তৈরী, বা মস্‌জিদ না থাকলে জানতে হবে সেখানকার মুসলমান কোন দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে বা মুসলমানদের কবর দেখেও দিক নির্ণয় করা যায় বা যে সকল জিনিস দ্বারা কিব্‌লার দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন হয় যেমন. কম্পাশ বা স্থানীয় লোকের বলে দেওয়া যার বলা থেকে অনুমান সৃষ্টি হয়।

যখন কিব্‌লার নির্ণয়ের পূর্ণ বিশ্বাস বা অনুমান কোন রকমে সম্ভব হয় না তখন কিব্‌লানির্ণয় করা ওয়াজিব হয় না এবং কোন একদিকে নামাজ পড়লে যথেষ্ট হবে. যদিও প্রতি নামাজকে চারিদিকে পড়াই উত্তম।

অনুশীলনী

১। কিবলা কি ?

২। কিব্‌লার নিকটবর্তী লোকের জন্য আদেশ কি ?

৩। কাবা ঘরের দূরে থাকলে তার কি আদেশ ?

৪। কিব্‌লা না জানতে পারলে কি করবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিংশতি পাঠ

পোষাক

নামাজের অবস্থায় পুরুষের জন্য তার অগ্রশ্চাৎ লুকানো ওয়াজিব এবং মহিলাদের সমগ্র শরীর এমনকি চুলকেও ঢাকা ওয়াজিব, কেবলমাত্র মুখমণ্ডলের যতটা স্থান ওয়াজু করার সময় ধৌত করা হয় ও হাতের কব্জী হইতে নীচের অংশ এবং পায়ের গিরো হইতে নিচের অংশ খুলে রাখা যায়, কিন্তু যদি কোন দর্শক না থাকে। পোষাক সম্পর্কে কয়েকটি শর্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১। কাপড় শরীরকে লুকাতে সক্ষম হবে। সুতরাং নাইলন বা খুব পাতলা মলমলের কাপড় পরে মহিলাদের নামাজ পড়া জাইজ নয়, যত সময়. অন্য কোন চাদর দ্বারা শরীর আবৃত না করবে—কোন দর্শক সেখানে না থাকলেও।

২। কাপড় পাক হবে। নাপাক কাপড়ে নামাজ জাইজ নয়। যদি কাপড় পাক করা সম্ভব না হয় ও নামাজের সময় কম হয় তবে সেই কাপড়েই নামাজ পড়তে পারে।

৩। মুবাহ্ হবে, অর্থাৎ কাপড় নিজস্ব হোক বা মালিকের অনুমতি ক্রমে হোক যদি খুমুছ ও জাকাৎ না দিয়ে কোন অর্থ দ্বারা কাপড় ক্রয় করা হয় বা এমন ব্যক্তির ফারাজী অংশে যার উপর খুমুছ ও জাকাৎ ওয়াজিব ছিল, — কাপড় ক্রয় করা হয় তবে উহাতে নামাজ বাতিল হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৪। মৃত পশুর চামড়ার যেন না হয়। এর হাত থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায় হ'ল মুসলমানের নিকট থেকে ক্রয় করা। অমুসলিমদের নিকট থেকে ক্রয় করা চামড়ায় নামাজ সঠিক হবে না, যত সময় তার প্রকৃত পন্থায় জাবাহ্ করার বিষয় না জানা যাবে।

৫। হারাম মাংসসম্পন্ন পশুর কোন অংশ যেন না থাকে! কারণ উহার সামান্য অংশ মিশ্রিত থাকলেও নামাজ বাতিল হয়ে যায়। এ জন্য বলা হয়েছে যে নামাজের অবস্থায় কাপড়ে যদি কুকুর বা বিড়ালের একটি পশমও পড়ে তবে নামাজ বাতিল হবে।

৬। পুরুষের বিশুদ্ধ রেশমের কাপড় ব্যবহার করা হারাম। ঐ কাপড়ে নামাজ পড়া হোক বা না হোক। তবে উহাতে এত পরিমাণ সূতা প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয় যাতে উহাকে বিশুদ্ধ রেশমের কাপড় না বলা যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

৭। সোনালী বা সোনার তারের তৈরী কাপড় পুরুষের ব্যবহার করা হারাম একই রূপে পুরুষের পক্ষে সোনার প্রসাধন দ্বারা সজ্জিত হওয়া নাজাইজ। যেমন সোনার আংটি, বোতাম, চশমার ফ্রেম, ঘড়ি, চেন প্রভৃতি। মহিলাদের জন্য এ সবই জাইজ। পুরুষদের জন্য সোনার ব্যবহার নামাজ বা অন্য অবস্থায় হারাম। কিন্তু স্মরণ থাকে যে সোনার কোন বিশুদ্ধতার শর্ত নেই বরং যদি অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় তবুও নাজাইজ যত

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সময় উহাতে তামা বা অন্য কোন ধাতু এত পরিমাণ মিশ্রিত করা হয় যে উহাকে সোনা বলে গণ্য না করা যায়।

অনুশীলনী

১। নামাজে পুরুষ ও স্ত্রীদের কতটা শরীর আবৃত করতে হয়?

২। নামাজের পোষাকের তিনটি শর্ত বল?

৩। নাইলনের কাপড়ে নামাজ কখন নাজাইজ হয়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একবিংশ পাঠ

ঘর

ঘর বলতে নামাজ পড়ার স্থানকে বুঝায়। ঐ স্থানের জন্য পাক হওয়ার কোন শর্ত নেই, বরং না পাক ও হতে পারে। কিন্তু শর্ত হ'ল সেই স্থানের রস শরীর বা কাপড় স্পর্শ না করে। কিন্তু সাজদার স্থান সকল অবস্থায় পাক হওয়া দরকার।

নামাজের স্থানে নিম্নলিখিত শর্তাবলী আবশ্যক।

১। মুবাহ্ ও জাইজ হবে ঃ অপরের জমিতে বা শরিকের জমিতে মালিক ও অংশীদারের সম্মতি ব্যতিত নামাজ বাতিল হয়। সাধারণ ওয়াক্ফ্ অর্থাৎ মসজিদ প্রভৃতিতে যে ব্যক্তি প্রথমে স্থান নিয়ে নেয় তাকে সে স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। এরূপ করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। সম্মতির কোন প্রকাশ্য বয়ানের প্রয়োজন হয় না বরং মালিকের সম্মতির বিশ্বাস থাকলেই যথেষ্ট হবে।

২। কোন মাছুমের কবরের অগ্রে নামাজ না পড়া উচিত বরং পশ্চাতে পড়বে বা কবরের সমান সমান দাঁড়াবে। অগ্রে দাঁড়ানো আদবের বিরুদ্ধে। যদি দূরত্ব যথেষ্ট হয় বা মধ্যে কোন, জিনিস থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৩। নামাজের স্থানকে স্থায়ী ও অচল হওয়া দরকার। চলন্ত গাড়ীতে ঐ সময় পর্যন্ত নামাজ নাজাইজ যখন শেষ সময় অবধি নেমে বা দাঁড়ান গাড়ীতে নামাজ পড়া সম্ভব হয়।

নামাজের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই কিন্তু মসজিদকে অন্যস্থান সমূহের উপর শ্রেষ্টত্ব দেওয়া হয় সেখানে নামাজ জামাআত সহ হোক বা না হোক। জামাআত সহ নামাজ হওয়া অতিরিক্ত ছওয়াব ও বরকতের কারণ হয়। মসজিদের শ্রেষ্টত্ব হল, সাধারণ মসজিদে এক নামাজ পঁচিশ নামাজের সমতুল্য আর জামে মসজিদে একশত নামাজের সমতুল্য। মসজিদ সম্পর্কে একটি বাণী হল মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদে না পড়লে কবুল হতে পারে না, একমাত্র কোন বিশেষ কারণ ছাড়া। অন্য একটি বাণী হ'ল মসজিদ ক্বিয়ামতের দিন ঐ সকল নামাজীর নিকট অভিযোগ করবে যারা নামাজ পড়ত অথচ মসজিদে আসতো না।

অনুশীলনী

১। নাপাক স্থানে কি নামাজ পড়তে পারে ?

২। রেলে কিভাবে নামাজ পড়বে ?

৩। মাছুমের কবরের অগ্রে নামাজ পড়া কিরূপ।

৪। বাড়ির নামাজ ও সাধারণ মসজিদের নামাজের প্রভেদ কি ? সাধারণ মসজিদ ও জামে মসজিদের নামাজের প্রভেদ কি ?

৫। জামে মসজিদে এক নামাজের ছাওয়াব কত ? চলন্ত রেল গাড়িতে নামাজ জাইজ, না নাজাইজ ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাবিংশ পাঠ

আজান ও ইক্কামত্

আজান ও ইক্কামাত্ কেবলমাত্র পঞ্জগানা নামাজের জন্যই মুছ্তাহাব্— এবং খুব তাকিদপূর্ণ মুছ্তাহাব। অন্যান্য নামাজের জন্য নাজাইজ, নামাজ ওয়াজিব হোক বা ওয়াজিব না হোক, আজান ও ইক্কামতে নিম্নোক্ত বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

১। **নিয়াত :** অর্থাৎ উভয়কে ক্কুরবাত্ (নৈকট্য) এর নিয়াতে সম্পাদন করে। কারণ কোন ইবাদতের ক্কুরবতের ইচ্ছা (ইরাদা) ছাড়া ছওয়াব পাওয়া যায় না।

২। **আকল :** পাগলের আজান ও ইক্কামত কোন ভরসা হয় না।

৩। **সাবালক :** নাবালকের আজান ও ইক্কামত যথেষ্ট না।

৪। **জকুরীয়াত :** অর্থাৎ মহিলার আজান ও ইক্কামত পুরুষের জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্য মহিলাদের জন্য মহিলার আজান ও ইক্কামত যথেষ্ট।

৫। **তারতীব :** প্রথমে আজান ও পরে ইক্কামত বলতে হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৬। **মাওয়ালাত ঃ** আজানের পরেই শিঘ্রই ইক্কামত ও ইক্কামতের পরেই সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আরম্ভ করবে। ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে আজান ও ইক্কামত বেকার হয়ে যায়।

৭। **আরাবী ঃ** বাংলায় বা ভুল আরাবীতে আজান ও ইক্কামত ঠিক হবে না।

৮। **সময় ঃ** নামাজের সময়ের পূর্ব্বে আজান ও ইক্কামত দেওয়া ভুল। অবশ্য ক্কাজা নামাজ পড়া যায়। কারণ উহার সময় সর্বদা থাকে। আজানের জন্য তাহারত, ক্কিয়াম (দণ্ডায়মনে), ও ক্কিবলা নির্ণয় করা মুছ্তাহাব। কিন্তু ইক্কামতে তাহারত্ ও ক্কিয়াম আবশ্যক একা একা নামাজ পড়লে "ক্কাদ্ ক্কামাতিছ্ ছলাহ" বলার সময় উঠে দাঁড়ানোর রছ্ম সম্পুর্ণ অযৌতিক। এভাবে ইক্কামতের ছওয়াব পাওয়া যায় না আজান ও ইক্কামতে নবী করিমের (ছঃ) নাম বর্ণনা করার পর হজরত আলী বিন আবি তালিবের নাম বলা উচিত যা আজানের অংশ না কিন্তু নবী করিমের আদেশ অনুসারে মুছ্তাহাব্।

যদি কোন ব্যক্তি আজান ও ইক্কামত উভয়ই ভুলে যায় ও নামাজ আরম্ভ করে দেয় তবে তার জন্য জাইজ আছে যে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে নামাজ ভেঙ্গে দিয়ে আজান ও ইক্কামত দিয়ে আবার নামাজ আরম্ভ করবে, কিন্তু যদি কেবলমাত্র ইক্কামত ভুলে যায় তাহলে আল্হাম্দ ছুরা আরম্ভ করলে নামাজ ভাঙ্গতে পারবে না, তবে এর পূর্বে ভাঙ্গা যায়। কেবল আজান ভুলে গেলে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নামাজ ভাঙ্গা যায় না। এরূপে কোন একটাকে ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে নামাজ ভাঙ্গা হারাম।

অনুশীলনী

১। নাবালকের আজান ও ইক্কামত কি যথেষ্ট ?

২। ইক্কামত ও নামাজের মধ্যে সময়ের দুরত্ব কতটা ?

৩। যদি নামাজী আজান ও ইক্কামত ভুলে নামাজ শুরু করে তবে কি নির্দেশ ?

৪। ইক্কামাতের কোনো তিনটি শর্ত বল ?

৫। আজান ও ইক্কামাতের জন্য যে বিষয়গুলি খিয়াল রাখা আবশ্যক তাহা কত গুলি ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োবিংশ পাঠ

নামাজের ওয়াজিবাত

নামাজে ১১টি বিষয় ওয়াজিব এবং উহাদের সমষ্টির নাম নামাজ। নিয়াত, তাক্‌বীরাতুল এহ্‌রাম. কিয়াম, ক্বিরাআত. জিক্‌র, রুকু, সুজুদ, তাশাহুদ, ছালাম, তারতিব মাওয়ালাত. এর মধ্যে পাঁচটি ওয়াজিব রুক্‌ন্ অর্থাৎ উহাদের ভুলে গেলেও নামাজ বাতিল হয়ে যায়। নিয়াত, তাক্‌বিরাতুল এহ্‌রাম ক্বিয়াম রুকু ও উভয় সাজদা=বাকী সব, গয়ের রুক্‌ন্। অর্থাৎ উহাদের ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করলে নামাজ বাতিল হয়, কিন্তু ভুল বশতঃ ত্যাগ হলে নামাজ বাতিল হয় না বরং উহার ক্বাজা করতে হয়।

নিয়াত সর্বদা রুক্‌ন্ আছে ইহা অন্তরে হওয়া দরকার, মুখে বলা আবশ্যক নয়। বরং এহতিইয়াত নামাজে মুখে নিয়াত. বললে নামাজ বাতিল হয়ে যায়।

তাকবীরাতুল এহ্‌রাম – নিয়াতের পর আল্লাহু আকবর বলা নামাজের রুক্‌ন্ এবং সমগ্র নামাজে এই একটি তকবীরই ওয়াজিব। এ ছাড়া বাকী সব তকবীর ছুন্নত।

কিয়াম মানুষ তার সামর্থমত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। নতুবা বসে পড়বে এবং যদি অসুস্থ বা দুর্বল হয় তবে যত সময় দাঁড়াতে পারে দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর যদি শক্তি পুনরায় সঞ্চয় হয় তবে আবার দাঁড়িয়ে যাবে। এবং যে বসেও না থাকতে পারে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সে শুয়ে পড়বে, ডাইন দিকে বা বামদিকে বা চিৎ হয়ে নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু শর্ত হল কিবলার দিকে তার মুখমণ্ডল থাকবে। ক্বিয়াম্ তাকবীরাতুল এহ্‌রাম্ আলুহাম্‌দো ছুরা, সকল সময়ে ওয়াজিব। কিন্তু তাকবীরের সময় এইরূপ রুকুর পূর্বেও রুক্‌ন্ অর্থাৎ রুকুতে ক্বিয়াম থেকেই যেতে হয় একেই ক্বিয়াম মুত্‌তাসিল বা রুকু বলে। এই ক্বিয়ামের রুকুন্ হওয়ার ফলে যদি কোন ব্যক্তি ছুরা হাম্‌দ্ পড়ার পর ভুল করে সাজদায় যায় ও তখন স্মরণ হয় যে রুকু করা হয় নাই, তবে সেখান থেকেই রুকু করতে পারে না নতুবা নামাজ বাতিল হবে। তার উচিত সোজা দাঁড়িয়ে তারপর রুকু করবে।

কিরাআত্_তাকবীরের পর প্রথম দুরাকাতে আল্‌হাম্‌দ ও তারপর যে কোন একটি ছুরা পড়া ওয়াজিব। তবে যে ছুরায় সাজদা ওয়াজিব; বা এমন বড় ছুরা যা পড়তে গেলে নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে— পড়া উচিত নয়। জমাআতের অবস্থায় এই দুটি ছুরা মামুম (যারা জামাআতে ইমামকে অনুসরণ করে) পড়ে না। নতুবা নামাজের অন্য সব কিছু মামুম নিজেই পড়বে। শেষ রাকাতে নামাজে মানুষের অধিকার আছে হয় আল্‌হাম্‌দ ছুরা পড়বে বা একবার **"ছুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্‌হাম দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু অকাবার"**- পড়বে। তিনবার পড়া খুবই ভাল।

রুকু—নামাজের একটি অত্যাবশ্যক রুক্‌ন্। যদি কখনও ভুল হয়ে যায় বা দুই রুকু করা হয় তবে নামাজ বাতিল হয়ে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যাবে। রুকুতে এতটা ঝুকা উচিৎ যেন হাতের তালু হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হাতের তালু হাঁটুতে রাখা ওয়াজিব নয়। রুকুতে একবার **"ছুবহানা রাব্বিয়াল আজিমি ওয়াবিহাম্‌দিহ্‌"** বা তিনবার **"ছুব্‌হানাল্লাহ্‌"** বলা দরকার। এরপর ঐ কলিমা গুলি বার বার বলা ছুন্নত। রুকু শেষ করে সোজা দাঁড়িয়ে সাজদায় যেতে হবে। কারণ এই ক্বিয়াম ওয়াজিব। দাঁড়াবার পর **"ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ-আল্লহু আকবার"** বলা ছুন্নত। কিন্তু এই জিক্‌র উঠতে উঠতে করা যায় না।

সাজ্‌দা : ইহাও নামাজের একটি রুক্‌ন্‌ কিন্তু উভয় সাজদা মিলিয়ে—যার অর্থ হল দুয়ের স্থলে চার হলে বা কোন রাকাতে একবারও না হলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। সাজদায় সাতটি অঙ্গ মাটিতে লেগে যাওয়া আবশ্যক - কপাল দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল। সাজদায় একবার **"ছুবাহানা-রাব্বিয়াল আলাওয়াবিহাম্‌দিহ্‌"** বা তিনবার **"ছুব্‌হানাল্লাহ"** বলতে হয়। সাজদা মাটিতে হবে বা মাটি হতে উৎপন্ন এমন জিনিস যা খাওয়া বা পরা হয় না তাঁর উপর হবে কারবালার মাটিতে সাজদা করলে অতিরিক্ত ছওয়াব হয়। কারণ এই মাটি ইসলামী ক্বুরবাণীকে স্মরণ করায় এবং মুসলমানদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র ঐ মাটিতেই কেবলমাত্র সাজদা জাইজ তা নয় বরং সব পাক মাটি কাঠ, পাতায় নিজ শর্ত সাপেক্ষে সাজদা করা যায়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তাশাহুদ ঃ "দ্বিতীয় ও শেষ রাকাতে উভয় সাজদার পর তাশাহুদ ওয়াজিব। তাশাহুদ এরূপ **"আশহাদু" আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়ারাসুলুহু আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহম্মাদীওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ।"** যদি কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ তাশাহুদ্ না পড়ে দাঁড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে বসে তাশাহুদ পড়বে ও নামাজের পর ছুটি সাজদা সাহু করবে।

ছালাম ঃ নামাজের সমাপ্তে এক ছালাম ওয়াজিব। যদিও **"আছ্‌ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্‌ ছালিহীন 'বা' আছ্‌ছালামু আলাইকুম্‌, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ্‌"** হোক। তাছাড়া "আছ্‌ছালামু আলাইকা আইইয়ুহান নবীইয়ু ওয়া রাহাতুল্লাহি ওয়া বর্‌কাতুহ্‌" বলা সকল অবস্থায় ছুন্নত। ছালাম নামাজের অঙ্গ।

তরতীব ঃ নামাজ তার সঠিক নিয়ম অনুসারে পড়া দরকার। যেমন, নিয়াত করে তকবীর বলা পরে ছুরাহাম্‌দ্ তারপর অন্য ছুরা পড়বে। এরপর রুকুতে যাবে, রুকু থেকে উঠে সাজদায় যাবে, এক সাজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় সাজদা করবে। পরে ঐরূপে দ্বিতীয় রাকাত পড়বে। যদি নামাজ দুরাকাতী হয় তবে সাজদার পর তাশাহুদ ও ছালাম পড়ে নামাজ শেষ করবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নতুবা বাকী নামাজ ঐ নিয়মে সমাপ্ত করবে।

মাওয়ালাত: নামাজের সমস্ত কর্মগুলি এক সঙ্গে (পরস্পর) হওয়া দরকার মধ্যে এমন দূরত্ব বা এমন চুপচাপ হবে না যা দ্বারা নামাজের অবস্থাই শেষ হয়ে যায়।

কুনুত: ইহা দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পূর্ব্বে পড়া ছুন্নত ইহাতে একবার ছালাওয়াত পাঠ করাই যথেষ্ট হয়।

অনুশীলনী

১। নামাজের রুক্‌ন্ কি কি এবং ইহার আদেশ কি ?

২। কোন ক্বিয়াম রুক্‌ন্ এবং ক্বিয়াম মুত্‌তাছিল বা রুকুর অর্থ কি ?

৩। ওয়াজিবাতে নামাজ কয়টি ?

৪। মাওয়ালাত কাকে বলে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্বিংশ পাঠ

মুব্‌তিলাতে নামাজ

(নামাজ বাতিল হওয়ার কারণ সমূহ)

নয়টি বিষয় এমন আছে যাতে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় নামাজ পড়া দরকার। উহাদের মুবতিলাতে নামাজ বলে।

১। এমন কোন হাদছ্ ঘটা যা দ্বারা ওয়াজু নষ্ট হয়ে যায় বা গুস্‌ল্ ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ ঐ জিনিসে তাহারত থাকে না আর তাহারত (পবিত্রতা) ব্যতিত নামাজ হতে পারে না।

২। সম্পুর্ণ শরীরকে ক্বিব্‌লা দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া কেবলমাত্র মুখমণ্ডলকে এতটা ঘুরানো যাতে পিছনের জিনিস দেখা যায় তাহলে নামাজ বাতিল হবে। তবে যদি সামান্য ডাইনে বাঁয়ে হয় তবে নামাজ বাতিল হয় না।

৩। নামাজের অবস্থায় নাজাইজ কাজ করা বা যা করলে নামাজের রূপ বাক্বী থাকে না, যেমন, নাচা, গান করা, সেলাই করা প্রভৃতি। এছাড়া হাত নাড়াচাড়া করা, কোন প্রয়োজনে নীচু হওয়া, দু এক পা অগ্রপশ্চাৎ যাওয়া, ডাইনে-বাঁয়ে সরে যাওয়া, বিপদে সাপ বৃশ্চিক মারা, বাচ্চাকে কোলে তুলে নেওয়া, এই ধরণের সামান্য কার্য করলে নামাজ বাতিল হয় না। কিন্তু শর্ত হল

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নড়াচড়ার সময় যেন চুপচাপ থাকে, কোন জিক্‌র্‌ না করে এবং ক্বিব্‌লার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া ঐ কার্যগুলি করা কোন মতেই উচিত নয়।

৪। **কথা বলা ঃ** নামাজের অবস্থায় খোদার জিক্‌র্‌ ও দোওয়া ব্যতিত অন্য কোন অর্থ যুক্ত শব্দ ব্যবহার করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। দোয়াতেও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে দোওয়া করা জাইজ নয়। নামাজ পড়া অবস্থায় কাউকে ছালাম করা উচিত নয়। কিন্তু যদি অন্য কেহ ছালাম করে তবে তৎক্ষণাৎ 'ছালামুন আলাইকুম' বলে উত্তর দেওয়া উচিত। 'আলাইকুমু ছ্‌ছালাম' বলে উত্তর দেওয়া সঠিক না। যদি সমগ্র জমাআতকে ছালাম করা হয় তবে এক ব্যক্তির উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যদি কেহই জবাব না দেয় তবে সকলেই গুনাহ্‌তে শরীক হবে।

ভারতবর্ষের রছম অনুসারে ছালাম, "আদাব", "তছ্‌লিমাৎ" প্রভৃতির মত বাক্যের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় এমন কি নামাজের অবস্থায় ঐ শব্দগুলি বলাও জাইজ নয়।

৫। নামাজে শব্দসহ এত বেশী হাঁসা যে সারা মুখ মণ্ডল লাল হয়ে যায়, কোন শব্দ হোক বা না হোক নামাজকে বাতিল করে দেয়। তবে সামান্য মিচকী হাঁসলে কোন ক্ষতি হয় না। হাঁসির জন্য মুখমণ্ডল লাল হলে উত্তম পন্থা হল নামাজ শেষ করে পুনরায় নামাজ পড়া।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৬। **ক্রন্দন করা :** নামাজের অবস্থায় পার্থিব কাজের জন্য ক্রন্দন করা নামাজকে বাতিল করে দেয়। এমন কি যদি হঠাৎ আপনা আপনি কান্না এসে যায় ও মানুষ উহা কাবু না করতে পারে তবুও নামাজ বাতিল হবে। তবে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য শহিদের সরদার (ইমাম হোছায়েনের) মুছিবতে ক্রন্দন করা জাইজ।

খাওয়া পান করা : নামাজের অবস্থায় যে কোনো পরিমাণ কিছু খাওয়া বা পান করা জাইজ নয়, উহাতে নামাজ বাতিল হয়। তবে মুখে যদি চিনি প্রভৃতির কোন দানা থেকে যায় এবং উহা গলে যেয়ে ভিতরে চলে যায় তাহলে নামাজের কোন ক্ষতি হয় না। যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ নামাজের মধ্যে কোন কিছু খাওয়া বা পান করায় ব্যস্ত হয়ে যায় তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। কিন্তু শর্ত হল নামাজী যেন জানামাজে মনে হয় দস্তরখানে নয়। এই আদেশ থেকে কেবল সেই ব্যক্তি মুক্ত যে নামাজে উইত্‌র পড়ছে ও সকালে তাকে রোজা রাখতে হবে। সে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে পানি পান করতে পারে কিন্তু কিছু খেতে পারবে না এবং পান করার সময় ক্বিব্‌লা মুখো হয়ে থাকতে হবে

৮। **তাক্‌ফীর :** নামাজে হাত বাঁধা ইস্‌লামী শরীয়াতের দিক থেকে নাজাইজ।

৯। **আমীন বলা :** আল্‌হাম্‌দ ছুরার পর সাধারণ মুসলমানদের মত আমীন বলা আলে মুহম্মদের ফিক্বা অনুযায়ী নাজাইজ বরং উহা নামাজ বাতিল করে। তবে হঠাৎই যদি অইচ্ছাকৃত মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এই সকল স্থানে নামাজ আপনা আপনি বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া অন্য কোন স্থানে বিনা কারণে নামাজ ভাঙ্গা জাইজ নয়। অবশ্য প্রয়োজনে এরূপ হতে পারে সেই প্রয়োজন কোন পার্থিব হোক বা ধর্মীয় হোক। বরং বিশেষ ক্ষেত্রে যদি জীবন, মাল, ও সম্মানের ভয় থাকে তবে নামাজ ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব কিন্তু নামাজ ভাঙ্গার সময় এক ছালাম পড়া উত্তম।

সতর্কি করণ ঃ পঞ্জগানা নামাজে, ফজ্‌র্ মাগ্‌রিব্‌ ও ইশার প্রথম দুরাকাত উচ্চকণ্ঠে পড়তে হয়। জোহর, আছর্ সম্পুর্ণ ও মগরিব ও ঈশার শেষ রাকাতগুলি আস্তে আস্তে পড়তে হয় কিন্তু স্মরণ থাকে যে ইহা কেবলমাত্র নামাজের ছুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! ইহা ছাড়া নামাজের অন্যান্য বিষয়ে আস্তে বা উচ্চকণ্ঠে পড়ার অধিকার আছে। ছুরা ও দোওয়া পাঠ করার সময় আরবী ব্যাকরণের খেয়াল রাখা অবশ্যক।

অনুশীলনী

১। নামাজের অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু মারা কেমন নামাজ সঠিক না বাতিল হয়ে যাবে?

২। মিচ্‌কী হাসলে নামাজ কি বাতিল হবে?

৩। নামাজে পানি পান করা কেমন?

৪। তাক্‌বীরের অর্থ কি?

৫। নামাজ বাতিল হওয়ার কারণ সমূহ বল?

৬। নামাজের অবস্থায় আদাব আরজ বা তাসলিমাত্‌ আরজ্‌ বললে নামাজ কি সঠিক হবে?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চবিংশ পাঠ

জিক্‌র ও ক্বিরাআতের নিয়ম

১। নিয়াত করার সময় অনেকে "ক্বুরবাতান ইল্লাল্লাহ্" বলে থাকেন অথচ সঠিক শব্দ "ক্বুরবাতান ইলাল্লাহ্"।

২। ছালাওয়াত্ পড়ার সময় "আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা" সীন অক্ষর দিয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে অথচ ইহা রাসুল (ছঃ) এর জন্য অভিসম্পদ এর দুআ হয়ে যায় আছল্ শব্দ "ছাদ্" অক্ষর দিয়ে উচ্চারণ হবে।

৩। "আশহাদু আন লা ইলাহা "ইল্লাল্লাহ্" সঠিক না বরং সঠিক শব্দ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা" এখানে নুন অক্ষর পড়া হবে না আলিফ অক্ষর লাম অক্ষরের সঙ্গে যোগ হবে।

৪। ছালাওয়াতে "মুহাম্মাদিন" না পড়ে বরং ওয়াও্ অক্ষর এর উপর তাশদিদ দিয়ে দু বার পড়া উচিত।

৫। সুরা ইখ্লাছ অর্থাৎ সুরা ক্বুল পড়ার ক্ষেত্রে কুফুওয়ান আহাদ্ চার ভাবে পড়া যেতে পারে ১) কুফুওয়ান ২) কুফ্ওয়ান ৩) কুফুআন ৪) কুফ্আন।

৬। হাই্ইয়া আলাছ্ছালাতের "তে" অক্ষরকে "হে" পড়া উচিত কেননা ওয়াক্বফ্ অর্থাৎ থামার ক্ষেত্রে গোল 'তে'-কে 'হে' দিয়ে বদলে দেওয়া হয়।

৭। তাশাহুদ্ 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান অব্দাহু" দাল অক্ষর জাবার দিয়ে উচ্চারণ করা ভুল সঠিক শব্দ 'অব্দুহু' আছে অর্থাৎ দাল অক্ষরকে পেশ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৮। সুরা আলহাম্‌দ্‌ পড়ার সময় মুসতাক্কিম পড়া যায় এবং পরের সব্দের সঙ্গে মিলিয়ে মুসতাক্কিমাও পড়া যেতে পারে।

৯। ইন্না আনজালনাতে মিন কুল্লি আমরিন সালাম পড়ে থামা জাইজ এবং আম্‌র্‌ সালামুন ও প্রচলিত।

২০। নামাজের জিক্‌র্‌ গুলি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হউক সেগুলি স্থির অবস্থায় করা উচিৎ হারাকাতের (চলমান) বিচলিত অবস্থায় করা সঠিক নয়, কেবল বিহাওলিল্লাহি ওয়াকুওয়াতিহি আকুমু ওয়া আকুউদ্‌ চলন্ত অবস্থায় পড়া যায়।

অনুশীলনী

১। নিয়াতে ইল্লাল্লাহ্‌ সঠিক না ইলাল্লাহ্‌ সঠিক ?

২। নামাজে কোন জিক্‌র্‌ চলন্ত অবস্থায় পড়া যায় ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠবিংশ পাঠ

ক্বাজা নামাজ

যদি মানুষের নামাজ ক্বাজা হয়ে যায় বা বড় ছেলের উপর বাবার ক্বাজা নামাজ ওয়াজিব হয়ে যায় তবে তার কর্তব্য হল ঐ ক্বাজা নামাজগুলি আদায় করা। ক্বাজা নামাজ সর্ব বিষয়ে আদা নামাজের ন্যায় হবে। যদি ছফরে ক্বাজা হয়েছে তবে বাড়িতেও ক্বছর্ পড়বে এবং এভাবে তার বিপরীত। যদি উচ্চকণ্ঠের থাকে তবে উচ্চকণ্ঠে থাকবে, আস্তে থাকলে আস্তে থাকবে। একা একাও পড়তে পারে জমাআত সহও পড়তে পারে। পর্যায়ক্রমিকও রাখতে হবে যেমন প্রথমে জোহর পরে আছ্র্ ও প্রথমে মগরিব পরে ইশা পড়তে হবে। অবশ্য ফজরের ক্বাজা নামাজ জোহর-আছরের নামাজের পরও পড়তে পারে বা জোহর আছরের ক্বাজা মাগরিব-ইশার পর পড়তে পারে। ক্বাজা নামাজের কোন নির্দিষ্ট সময় ধার্য্য নেই যে কোন সময়ে পড়তে পারে।

বাবা-মার ক্বাজা নামাজ যদি স্বয়ং না পড়তে পারে তবে মজুরী দিয়ে পড়াতে হবে। যে ব্যক্তি মজুরী গ্রহণ করবে সে মৃত ব্যক্তির তরফে নিয়াত করে যেমন নামাজ মৃতের ক্বাজা ছিল তেমনই নামাজ পড়বে। কিন্তু জেহ্র ও ইখ্ফাত (উচ্চকণ্ঠ ও আসতে) এর ক্ষেত্রে নিজের নিয়ম লাগু হবে কিন্তু যদি মহিলার নামাজ পুরুষ পড়ে তবে পুরুষ যে নামাজে সুরা উচ্চকণ্ঠে পড়ে সে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নামাজগুলি উর্চ্চকণ্ঠেই পড়তে হবে। বড় ছেলে ছাড়া অন্য কোন সন্তানের উপর বাবার ক্বাজা নামাজ ওয়াজিব নয়। তবে বড় ছেলের অনুপযুক্ততার জন্য বা তার অবর্তমানে অন্যান্য সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন সহানুভূতির কারণে ঐ ফরিজাগুলো আদায় করতে পারে। মহিলাদের হায়েজ ও নিফাছকালে যে নামাজ বাদ যায় তার ক্বাজা ওয়াজিব নয় তবে রোজার ক্বাজা ওয়াজিব।

যদি কোন ব্যক্তি নিজেই কোন মৃত ব্যক্তির নামাজ আদায় করে দেয় তবে তার ওয়ারিশের উপর আর ফরজ থাকে না। অসুস্থ ব্যক্তি তার জীবনের ক্বাজা নামাজ বসে বসে পড়তে পারে না বরং তাকে সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যদি সুস্থতার আশা না থাকে তবে বসেইপড়তে পারে সাধারণতঃ রমজান মাসের শেষ শুক্রবারে চার রাকাত নামাজ সারা জীবনের নামাজের কাফ্‌ফারা বলে প্রচলিত আছে তার কোন ভিত্তি নেই। বরং ক্বাজা আদায় করা সর্ব অবস্থায় প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১। উচ্চকণ্ঠের নামাজ কোনগুলি এবং নিম্নকণ্ঠের কোনগুলি ?

২। বাবার নামাজ কোন ছেলের উপর ওয়াজিব ?

৩। মজুরিতে নামাজ আদায়কারীর আদেশ কি ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তবিংশ পাঠ

নামাজের ভুলত্রুটি

নামাজের ভুল-ত্রুটির দু'টি ভাগ আছে—ভুল ও শক্ (সন্দেহ)

ভুলঃ অনেক সময় মানুষ নামাজের অবস্থায় কোন ওয়াজিব জিনিষ সম্পাদন করতে ভুলে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ভুলে যাওয়া বিষয় তার পরের রুক্নে প্রবেশ করার পূর্বে স্মরণ হয় তবে তৎক্ষনাৎ সেক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে সেটি আদায় করবে এবং যদি রুক্নে প্রবেশ করে স্মরণ হয় যেমন, রুকুতে পৌঁছে স্মরণ হল যে সুরা হাম্‌দ্ বা অন্য সুরা পড়া হয় নাই তবে এরূপ ক্ষেত্রে যে বিষটি ভুলে গেছে সেটি যদি রুক্ন না হয় তবে নামাজ আগে বাড়িয়ে দিয়ে প্রতি ভুলের জন্য দুটি সজ্‌দা সহু করবে। কিন্তু যদি ভুলে যাওয়া বিষয়টি রুক্ন্ হয় তবে নামাজ বাতিল হবে ও পুনঃ নামাজ পড়তে হবে। যদি প্রত্যাবর্তন করে ওয়াজিবটি আদায় করতে কোন কিছু বেশী হয়ে যায়, তবে সেই বর্দ্ধিতার জন্যও সাজদা সহু করতে হবে। যেমন, দাঁড়ানোর পর মনে হল যে তাশাহুদ পড়া হয় নাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বসে তাশাহুদ পড়বে এবং নামাজ শেষ হয়ে গেলে সাজ্‌দা সহু্ করবে। কারণ দাঁড়ানোর পর বসতে হচ্ছে ও তাশাহুদের পর আবার দাঁড়াতে হয়েছে এই বর্দ্ধিতার জন্যই সাজদা সহু করতে হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছয়টি কারণে সাজদা সহু ওয়াজিব হয় :—

১। ভূল বশতঃ নামাজের মধ্যে কথাবলা, এরূপ ক্ষেত্রে নামাজ বাতিল হবে না বরং সাজদা সাহু করতে হবে।

২। ছালামের স্থান ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ছালাম পড়া।

৩। দ্বিতীয় সাজদার পরে চতুর্থ ও পঞ্চম রাকাতে সন্দেহ করা বা দাঁড়ানো অবস্থায় পঞ্চম ও ষষ্টতে সন্দেহ করা।

৪। এক সাজদা ভুলে যাওয়া, উভয় সাজ্‌দা ভুল হলে নামাজ বাতিল হবে কারণ উহা রুক্‌ন্।

৫। যেখানে সেখানে দাঁড়ানো, যেমন দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে বসে তাশাহুদ পড়বে এবং নামাজ শেষে সাজদা সাহু করবে।

৬ স্বয়ং তাশাহুদকে ভুলিয়ে দেওয়া এবং পরবর্তী রাকাতের রুকুতে যেয়ে স্মরণ হওয়া

সাজদা সহর নিয়ম : নামাজ শেষ হলেই ক্বিবলা থেকে মুখ না ফিরিয়ে মনে মনে নিয়াত করবে যে দুই সাজদা সাহু অমুক ভূলের জন্য করছি ওয়াজিব ক্বুরবাতান্ ইলাল্লাহ্, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাজদায় যেয়ে এই দুআ পাঠ করবে "বিছ্‌মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি" আসালামু আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ. তারপর মাথা তুলে বসে পুনরায় সাজদায় যেয়ে একই দুআ পড়বে পরে মাথা তুলে তাশাহুদ ও ছালাম পড়বে ও কাজ শেষ করবে।

যদি নামাজে একটি সাজদা বা তাশাহুদ ভূলে যেয়ে থাকে তবে নামাজ শেষে প্রথমে সেই সাজদা বা তাশাহুদের ক্বাজা আদায় করে, পরে সাজদা সাহু করবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সন্দেহ ঃ নামাজে সন্দেহ দুই প্রকার—কখনও সন্দেহর সম্পর্ক নামাজের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে হয় আবার কখনও নামাজের রাকাত সম্বন্ধে—কার্য্যাবলীতে সন্দেহর অর্থ হল, নামাজ পড়া কালে 'তকবীর' বলা, ছুরা হাম্দ্ বা অন্য ছুরা পড়া, রুকু বা সাজদা করা, প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া। এরূপ অবস্থায় আদেশ হল, যদি পরবর্তী কার্য্যে প্রবেশ করার পর পূর্বের কোন কার্য্য সম্পর্কে সন্দেহ হয়, তাহলে সে সম্পর্কে কোন মনোনিবেশ করা হবে না বরং নামাজ সঠিক মনে করা হবে। যেমন, কোন ব্যক্তির 'কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার সময় ছুরা হাম্দ্ পড়া সম্পর্কে সন্দেহ হয় তবে সে ছুরা পড়ার জন্য না ফিরে নামাজ পড়ে যাবে এবং 'ইন্‌শা আল্লাহ' নামাজ সঠিক থাকবে। রাকাতে সন্দেহ হওয়ার অর্থ হল রাকাতের ঠিক সংখ্যা মনে না থাকা। এই সন্দেহ অনেক প্রকার, কিন্তু কেবল নয়টি ক্ষেত্রে নামাজ সঠিক হবে, বাকী সব ক্ষেত্রে বাতিল হবে। এর নিয়ম হল, এই সন্দেহ হলেই মনে চাপ দিয়ে সঠিক সংখ্যা মনে করার চেষ্টা করবে। যদি কিছুই ঠিক করতে না পারে তাহলে শরীয়তের নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সেই নিয়মগুলির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

১। দ্বিতীয় সাজদার পর সন্দেহ করা যে ইহা দ্বিতীয় রাকাতের না তৃতীয় রাকাতের—এক্ষেত্রে তৃতীয় রাকাত মনে করে, সেই হিসেবে বাকী নামাজ শেষ করবে এবং এক রাকাত নামাজে 'এহ্‌তিইয়াত' দাঁড়িয়ে পড়বে! কেননা যদি প্রকৃতই দু'রাকাত থাকে তবে এক রাকাত কম হয়েছিল।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

২। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত সম্পর্কে যে কোন অবস্থায় সন্দেহ হলে এক্ষেত্রে চতুর্থ রাকাত মনে করে নামাজ শেষ করবে ও এক রাকাত নামাজে 'এহ্‌তিইয়াত' দাঁড়িয়ে পড়বে।

৩। দ্বিতীয় সাজদার পর দুই ও চার রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে—চার রাকাত মনে করে নামাজ শেষ করে দুরাকাত নামাজ 'এহ্‌তিইয়াত' পড়বে।

৪। দ্বিতীয় সাজদার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাত কিনা সন্দেহ হলে—এক্ষেত্রে চার রাকাত মনে করে নামাজ শেষ করবে এবং প্রথমে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত ও বসে দু'রাকাত নামাজে 'এহ্‌তিইয়াত' পড়বে।

৫। দ্বিতীয় সাজদার পর সন্দেহ করা যে ইহা চতুর্থ না পঞ্চম রাকাত—এক্ষেত্রে নামাজ সেখানেই শেষ করবে ও দুটি সাজদা সহু করবে।

৬। কিয়ামের অবস্থায় সন্দেহ করা যে ইহা চতুর্থ না পঞ্চম রাকাত—এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বসে নামাজ শেষ করবে এবং এক রাকাত নামাজে 'এহ্‌তিইয়াত' দাঁড়িয়ে পড়বে, এবং দুটি সাজদা সাহু করবে।

৭। কিয়ামের অবস্থায় সন্দেহ করা যে ইহা তৃতীয় না পঞ্চম রাকাত—এক্ষেত্রে বসে পড়ে নামাজ শেষ করবে ও দু'রাকাত নামাজে 'এহ্‌তিইয়াত' দাঁড়িয়ে পড়বে, এবং দুটি সাজদা সাহু ও করবে।

৮। কিয়ামের অবস্থায় সন্দেহ করা যে, ইহা তৃতীয় বা চতুর্থ

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

না পঞ্চম রাকাত এক্ষেত্রে ও বসে পড়ে নামাজ শেষ করে, দু'রাকাত দাঁড়িয়ে ও দু'রাকাত বসে নামাজ 'এহ্‌তিইয়াত' পড়বে। এবং দুটি সাজদা সাহু ও করবে।

৯। কিয়ামের অবস্থায় সন্দেহ করা ইহা পঞ্চম বা ষষ্ঠ। রাকাত—এ অবস্থায় বসে নামাজ শেষ করে দুই সাজদা সাহু করবে। সাবধানতানুসারে বাড়তি ক্বিয়ামের জন্য আরো দুটি সাজদা সাহু করবে।

স্মরণ থাকে যে সন্দেহর উক্ত নিয়মগুলি কেবলমাত্র চার রাকাতী নামাজের জন্য। তিন রাকাতী অর্থাৎ মগরিব ও দু'রাকাতী অর্থাৎ ফজর, এবং ছফরের অবস্থায় জোহর, আছর্ ও ইশার নিয়ম হল সন্দেহ হলেই একটু চিন্তা করবে এবং যদি কোন কিছু মনে হয় তাহলে সেই মত কাজ করবে। অন্যথায় নামাজ ঐখানে ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নামাজ পড়বে।

নামাজে এহ্‌তিইয়াত ঃ এ নামাজের নিয়ম হল মূল নামাজ শেষ হলেই, দেরী না করে দাঁড়াবে ও নিয়াত করবে নামাজে 'এহতিইয়াত' এক বা দু'রাকাত পড়ছি "ওয়াজিব কুরবাতান ইলাল্লাহ্' এই নিয়াত মুখে বলা নাজাইজ। এরপর শুধু ছুরা হাম্‌দ্ আস্তে আস্তে পড়ে রুকু সাজদা করবে যদি এক রাকাত হয় তাহলে তাশাহুদ ও ছালামের পর নামাজ শেষ করবে, নতুবা দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাত ও প্রথমের ন্যায় পড়ে সাজদার পর তাশাহুদ ও ছালাম পড়ে সামাজ শেষ করবে। এই নামাজে ছুরা হাম্‌দ্ ছাড়া অন্য ছুরা বা কুনুত পড়া যায় না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। যদি নামাজে কোন ওয়াজিবকে আদায় করতে ভুলে যায় তবে কি করবে ?

২। সাজদা সাহু কোথায় কোথায় ওয়াজিব হয় ?

৩। সাজদা সাহু ও নামাজে এহতিইয়াতের নিয়ম বল ?

৪। কয়টি সন্দেহের ক্ষেত্রে নামাজ সঠিক থাকবে ?

৫। নামাজে এহ্‌তিইয়াত বা সাজদা সাহু বাদ দিয়ে নামাজ কি পুনরায় পড়া যায় ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টবিংশ পাঠ

নামাজে জামায়েত

জামাআত সহ নামাজ ইস্‌লামী ঐক্য ও সাম্যতার সুন্দরতম দৃষ্টান্ত। শরীআত এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। জামাআত সহ এক রাকাত সামাজকে খোদার রাস্তায় এক লক্ষ দিনার দান করা থেকেও শ্রেষ্ঠ গন্য করা হয়েছে। জামাআত কেবল ওয়াজিব নামাজের জন্য হয়ে থাকে। ছুন্নত নামাজের মধ্যে দুই ঈদের নামাজ ব্যতিত জামাআত হয় না। জামাআত প্রতি ওয়াজিব নামাজের জন্য মুস্‌তাহাব কিন্তু জুমা ও ইমাম (আঃ) জাহির হলে ঈদের নামাজের জন্য ওয়াজিব। হয়ত এই কারণে দুজন ব্যক্তি হলে জামাআত হয়—একজন ইমাম ও অপরজন মামুম—কিন্তু জুমা ও ঈদের জন্য পাঁচজন ব্যক্তি হওয়া দরকার যার মধ্যে একজন ইমাম ও চারজন মামুম।

পঞ্জগানা নামাজের জামাআতে মানুষের অধিকার আছে যে কোন নামাজকে অন্য নামাজ আদায়কারী পেশ নামাজের পিছনে পড়তে পারে। যেমন ফজরের কাজা জোহরের আদার সঙ্গে বা জোহরের কাজা মগরিব ইশার আদা নামাজের সঙ্গে পড়া যায়। তবে ঈদের নামাজ, আয়াতের নামাজ ও মাইয়েতের নামাজ আদায়কারীর সঙ্গে নামাজে পঞ্জগানা পড়া যায় না বা নামাজে পঞ্জগানা আদায়কারীর সঙ্গে ঐ নামাজগুলিও পড়া যায় না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অবশ্য ইমাম ও মামুমের নামাজ এক হলে কোন অসুবিধা নেই। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার —

১। জামাআত সর্বদা ইমামের সঙ্গে পড়তে হবে, কোন মামুমের ইকতিদা (অনুসরণ) করা জাইজ নয়।

২। ইমামকে কেবল নিয়াতের দ্বারা নির্দিষ্ট করবে, নাম. বংশ, সম্পর্ক প্রভৃতি জানার বা আঙ্গুলের ঈশারা করার প্রয়োজন নেই।

৩। নামাজের মধ্যে (নামাজ চলাকালিন) এক ইমাম থেকে অন্য ইমামের দিকে নিয়াত পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু যদি প্রথম ইমাম মারা যায় বা বেহুশ হয়ে যায়. বা তার নামাজ বাতিল হয়ে যায় বা কছ্‌র্‌ হওয়ার জন্য শেষ হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় ইমামের ততক্ষনাত নিয়াত মনে মনে করবে অবশ্য যদি দ্বিতীয় ইমাম থাকে। অন্যথায় একাকী নামাজ শেষ করবে।

৪.। জামাআতে প্রয়োজনের সময় নামাজের মধ্যে একাকী নামাজের নিয়াত করতে পারে কিন্তু যদি ইহা ক্বিরাআতের মধ্যে এরূপ করে তবে ছুরা হাম্‌দ্‌ ও অন্য ছুরা নিজে পড়ে নামাজ শেষ করবে।

৫। জামাআতের নামাজে এক রাকাত গন্য হওয়ার জন্য রুকুতে শরিক হওয়া আবশ্যক এবং ইমামে জামাতের সঙ্গে কুনুত ও তাশাহুদ্‌ পড়তে হবে।

৬। যদি রুকু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশায় জামাআতে যোগদান করে ও রুকুতে যেয়ে বুঝতে পারে যে ইমাম মাথা তুলে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নিয়েছেন তবে নামাজ বাতিল হবে এবং পুনরায় আরম্ভ করবে। কিন্তু যদি রুকুতে পৌঁছাতে না পারলে একাকী পড়তে পারে।

জামাআতের শর্তাবলী : ইমাম ও মামুমের মধ্যে এমন কোন বাধা থাকবে না যাতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ ইমাম ও মামুম এর সরাসরি বা অন্য মামুমদের দ্বারা সংযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। সংযোগ সামনের দিক থেকে বা ডাইনে-বাঁয়ে থেকে হতে পারে। দেওয়ালের পিছনের লোকের ধারা যদি ডাইনে-বাঁয়ের দ্বারা ইমাম পর্যন্ত পৌঁছায় তবে তার নামাজ সঠিক নতুবা বাতিল। যদি মামুম পুরুষ ছাড়া মহিলাও হয় তবে পুরুষ ও মহিলাদেরও মধ্যে পরদা থাকতে পারে। ইহাতে নামাজ প্রভাবিত হয় না। নামাজের মধ্যে যদি বাধা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা' দ্বারা ইমাম পর্যন্ত পৌঁছানোর ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যেমন একাধিক লোক একাকী নামাজের নিয়াত করে এবং তার মধ্যে কোন রকমে সংযোগ কায়েম না হতে পারে এমন প্রথম ছপে (লাইন) হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে একাকী নামাজের নিয়াত করবে ও জামাআত থেকে পৃথক হয়ে নামাজ শেষ করবে। অবশ্য যদি একাকী নামাজী দ্বিতীয় রাকাত থেকে পুনঃ জামাআতে শরীক হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

১। ইমামের স্থান মামুমের স্থান থেকে উঁচু হবে না। মামুম ইমাম থেকে যত ইচ্ছা উঁচু হতে পারে তবে, যেন জামাআতের রূপ বাকী থাকে। যদি ইমামের স্থান এক বিঘতের কম উঁচু হয় বা ঢালু স্থান হয় তাহলে ইমামের উচ্চতার জন্য কোন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অসুবিধা হয় না। তবে স্মরণ থাকে যে ঢালু যেন খুব বেশী না হয়।

১। মামুমের সাজ্‌দাগাহ্‌ (যে জায়গায় সাজ্‌দা করা হয়) ও ইমামের ক্বিয়ামের স্থানের মধ্যে এক মিটারের দূরত্ব যেনো না হয়। একই নিয়ম যথা সম্ভব নিজেদের লাইনের ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত। মামুমকে ইমামের মুকাদ্দাম (অগ্রে) হওয়া উচিৎ না, যথা সম্ভব ইমামের বারাবর ও না হয়।

পেশ নামাজের শর্ত : ইমামে জামাআতকে ঈমানদার জ্ঞানীও হালালজাদা (জারজ না হওয়া) হওয়া ছাড়াও নিম্ন গুণ সম্পন্ন হওয়া দরকার।

১। পুরুষের জন্য ইমাম পুরুষ হবে, মহিলা কেবল মহিলাদের জামাআতে নামাজ পড়াতে পারে।

২। ইমাম আদিল (অর্থাৎ প্রকাশ্যে কোনো গুনাহ্‌ না করা) হবে ও তার আদালত কোন না কোন প্রকারে জানতে হবে। আজানা লোকের পিছনে নামাজ সঠিক হবে না। অবশ্য যদি মামুমগণ দ্বারা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তবে নামাজ সঠিক হবে।

৩। ক্বিরাআত (সঠিক আরাবি নিয়মানুসারে পড়া ও উচ্চারণ করা) ঠিক হবে। যদি মামুম ও ইমামের ন্যায় কোন শব্দে আটকে যায় তবে উভয়ের মধ্যে জামাআত হতে পারে। ইমাম যেখানে ঠিকমত উচ্চারণ না করতে পারবেন সেখান থেকে পৃথক হয়ে নিজেই পড়বে।

পেশ নামাজকে জ্ঞানে মামুম থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়া বা সমান হওয়ার দরকার নেই।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৪। তাইয়ামুমওয়ালা ওয়াজুকারীকে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ সবলকে, বাধ্য হয়ে নাপাক কাপড় পরিধানকারী পাক কাপড় পরিধানকারীকে নামাজ পড়াতে পারে। কিন্তু বসে নামাজ আদায় কারী দাঁড়ানোকে বা শয়নকারী বসে আদায়কারীকে নামাজ পড়াতে পারে না।

যদি নামাজের পর জানা যায় যে ইমামের নিয়ম অনুযায়ী ইমাম ছিল না তাহলে নামাজে কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি জামাআতের ভরসায় এমন কিছু কম হয়ে থাকে যা জামাআতের প্রচলিত তাহলে নামাজ পুনরায় পড়া উচিৎ।

জামাআতের আদেশাবলি : জামাআতের ইমাম তার মামুমদের তরফ থেকে কেবল হাম্‌দ্‌ ও অন্য ছুরার জন্য দায়ি এবং তাও যদি মামুম প্রথম বা দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হয় নতুবা অন্য জিকরের সঙ্গে নিজেই হাম্‌দ্‌ ও ছুরা ও পড়তে হবে। নিম্ন স্বরের নামাজ অর্থাৎ জোহর ও আছরের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে মামুমের জন্য ক্বিরাআত নাজাইজ, উচ্চস্বরের নামাজেও যদি কোন প্রকারে শব্দ মামুম পর্যন্ত পৌঁছায় তবে তাহাদের ক্বিরাআত নাজাইজ। অবশ্য যদি শোনা না যায় তবে মামুম হাম্‌দ্‌ ও ছুরা পড়তে পারে।

১। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হবে, ইমামের তৃতীয় রাকাতে তাকে নিজেই ক্বিরাআত করতে হবে একই রূপে তৃতীয় রাকাতে শরীক হলে ইমামের চতুর্থ রাকাতে, বরং তৃতীয় রাকাতে ও যদি ক্বিয়ামের অবস্থায় শরীক হয় তবুও কিরাআত

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নিজেই করতে হবে —এ জন্য রুকুতে শরীক হওয়াই ভালো।

২। মামুমকে কিরাআত আস্তে করতে হবে যদিও নামাজ উচ্চকণ্ঠের অর্থাৎ মগারিব, ইশা ও ফজর হোক না কেন, যখন সে শেষ রাকাতগুলিতে শরীক হবে। যদি মামুন পর্যন্ত ইমামের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের শব্দ না পৌছায় তবুও মামুম যখনই কিরাআত করবে আস্তে আস্তে করবে।

৩। নামাজের কার্য্যে ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব কিন্তু কথাবর্তায় মামুমের অধিকার আছে। 'তক্‌বীরাতুল এহ্‌রাম' ও 'ছালাম' ইমামের পরে পড়তে হবে।

৪। এক নামাজকে বিনা কারণে দুবার পড়া যায় না কিন্তু একাকী পড়ে আবার জামাআতের সঙ্গে পড়তে পারে। তবে দ্বিতীয়বার কেবল 'কোরবতের' নিয়াত করা উচিৎ।

৫। যদি মামুম একজন হয় তবে ইমামের ডাইনদিকে একটু পিছিয়ে দাঁড়াবে কিন্তু যদি মহিলা হয় তবে পিছনেই দাঁড়াতে হবে।

অনুশীলনী

১। জামাআত কোন নামাজগুলিতে ওয়াজিব ?
২। নামাজে আয়াতের সঙ্গে পঞ্জগানা নামাজ কি পড়া যায় ?
৩। জামাআতের নামাজে শরীক হওয়ার নিয়ম কি ?
৪। নামাজের মধ্যে নিয়াত পাল্টানো যায় কি না ?
৫। পেশ নামাজ (ইমাম) এর শর্তাবলি বর্ণনা কর ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনত্রিশতম পাঠ

কছ্‌র্‌ নামাজ

সফরের অবস্থায় চার রাকাতী নামাজ কছর্‌ হয়ে যায় অর্থাৎ কেবল দুরাকাত থেকে যায়। ফজ্‌র্‌ ও মগরিবের নামাজে কছ্‌র্‌ জাইজ নয়। নামাজ কছ্‌র্‌ হওয়ার কয়েকটি শর্ত আছে।

১। প্রথমেই ২৪ মাইল শরয়ী অর্থাৎ প্রায় ৪৪ কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা থাকবে বা যাতায়াত মিলিয়ে ঐ দূরত্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। দূরত্বের পরিমাণ জন বসতির শেষ ঘর থেকে হবে। যদি কোন ব্যক্তির ইচ্ছা এর কম হয় তবে সে নামাজে কছ্‌র্‌ করতে পারে না। যদিও অল্প অল্প করে ঐ দূরত্বের বেশী যাক না কেন।

কছ্‌রের জন্য স্বেচ্ছায় সফরের প্রয়োজন নেই। যদি কোন বাধ্যশীল ব্যক্তি বা কয়েদী জানতে পারে যে তাকে ঐ দূরত্ব পর্যন্ত জোর পূর্বক নিয়ে যাওয়া হবে তবে সেও কছ্‌র্‌ করবে।

২। সফর জাইজ হওয়া দরকার। হারাম সফরে কছ্‌র্‌ করতে পারে না যেমন গোলামের তার প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করা, মোজাহিদের জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সফরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হারাম হলে যেমন হত্যা, লুঠতরাজ, চুরি ডাকাতী,

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

জিনা, মদ খাওয়া, মিথ্যা স্বাক্ষ বা সিনেমা দেখা প্রভৃতির জন্য সফর করিলে নামাজ ও রোজা কছ্‌র্‌ হয় না।

৩। সফর মানুষের পেশা যেন না হয়। যে সব লোকের কারবারই সফর করা যেমন, ড্রাইভার, পাইলট, এজেন্ট প্রভৃতি তাদের সফরে কছ্‌র্‌ না করা ফরজ। তবে শর্ত হল এই সফরের উদ্দেশ্য যেন পেশা হয়। কিন্তু এই সব ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কর্ম থেকে পৃথক প্রাইভেট কাজের জন্য সফর করে তবে তাকেও কছ্‌র্‌ করতে হবে। যেমন তাদের জিয়ারত করতে যাওয়া।

৪। যাযাবর না হয়। যাযাবর ব্যক্তি যতদিন নিজ জীবন-যাপনের জন্য সফর করবে ততদিন নামাজ পূর্ণ পড়বে। কিন্তু নিজ জীবন ছাড়া অন্য কোন কাজে সফর করে তবে সেও নামাজ কছ্‌র্‌ করবে।

৫। মোসাফির এমন স্থান অতিক্রম করবে যে স্থান থেকে তার গ্রামের শেষ ঘর দেখা যায় বা শেষ বাড়িতে আজান দিলে শব্দ শোনা যায়। কারণ এই এলাকার মধ্যে কছ্‌র করা নাজাইজ। যে ব্যক্তি সফরের জন্য সকাল থেকে রোজা ভেঙ্গে দেয় ও পরে ঘর থেকে যাত্রা করে সে ভুল করে। তাকে এই রোজার কাফফারা দিতে হবে। রোজা উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করলে তবেই ভাঙ্গা যায়। যদি লোকালয় খুব উঁচুতে হয় তবে তার হিসাব করা হবে না বরং সাধারণ বস্তীর অনুসারে কছ্‌র ও পূর্ণের বিষয় ঠিক করা হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৬। সফরের মধ্যে এমন স্থানে গেলে হবে না যা তার বাস-স্থান বা যেখানে দশদিন অবস্থানের ইচ্ছা আছে। কারণ ঐরূপ স্থানে পৌঁছিলে কছ্‌র্‌ থাকে না।

বাসস্থান : যে স্থানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে বা জীবনযাপন করার পরিকল্পনা থাকে। একই ব্যক্তির দুটি বাসস্থান হতে পারে যদি তার পরিকল্পনা, ঐ দুটি স্থানে বসবাসের থাকে — পুরানো বাসস্থান ছেড়ে দিতে পারে, যদি সেখান থেকে চলে যায় বা সম্পর্ক হীন করে নেয় যেমন কোন কোন মহাজরীণ (দেশত্যাগী) এরূপ করে।

যদি কোন ব্যক্তি দশ দিনের ইচ্ছায় এক নামাজ পুরা পড়ে ও পরে মত পরিবর্তন হয়ে যায় তবে নামাজ পুরাই থাকবে যত সময় দ্বিতীয় সফর আরম্ভ না হবে।

কোন ব্যক্তি কছরের নিয়াতে যদি নামাজ আরম্ভ করে ও নামাজের মধ্যে মত পরিবর্তন হয়ে যায় তবে নামাজ পুরা পড়বে। যদি পুরা নামাজের ইচ্ছায় শুরু করে ও মত পরিবর্তন হয় তাহলে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বেই কছ্‌র্‌ করে নামাজ শেষ করবে। কিন্তু যদি তৃতীয় রাকাতের রুকুতে যেয়ে মত পরিবর্তন হয় তবে নামাজ ভেঙ্গে দিয়ে আবার পড়বে।

সফরের আদেশাবলি : ১। যে ব্যক্তি জানেই না যে সফরে নামাজ, রোজা, কছ্‌র্‌ হয় সে যদি ভুল পড়ে তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি কছ্‌র্‌ ও পুরো জানে কিন্তু

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তার নিয়ম জানে না তার ক্ষমা হবে না বরং তাকে কাজা পড়তে হবে।

ভুলক্রমে যদি কেহ কছরের স্থানে সম্পুর্ণ এবং সম্পুর্ণর স্থানে কছর পড়ে তাহলে যদি সময়ের মধ্যে স্মরণ হয় তবে আবার নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু সময় শেষ হলে কাজা করার দরকার নেই।

২। কছর ও সম্পুর্ণ নামাজ আদায় করার সময় দেখা হবে। সুতরাং নামাজের সময় আসার পর সফর করে, ও নামাজ না পড়ে তবে কছর পড়বে এবং যদি সময় থাকতে সফর থেকে বাড়ী পৌছায় তবে নামাজ সম্পুর্ণ পড়বে।

৩। কুফার মসজিদ ও ইমাম হোসায়েন (আঃ) এর রওজায় জারির নিকট ও সম্পুর্ণ মদিনা শহর ও মক্কায় মোসাফিরের অধিকার আছে যে নামাজ সম্পুর্ণ পড়া বা কছর করা। এ ছাড়া অন্য কোন স্থানে এই অধিকার নেই।

অনুশীলনী

১। নামাজ কত দুরত্বে কছর হয়?

২। কছরের শর্তাবলি কি?

৩। হাদ্দে তারাখ্‌খুছের অর্থ কি?

৪। কোন স্থানে কছর ও সম্পুর্ণের অধিকার আছে?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আখ্‌লাক

১। ইছ্‌লাহে নফস

২। ইছ্‌লাহে মুয়াশেরাহ
(সমাজ সংস্কার)

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রিশতম পাঠ

তওফীক্ক

আমরা সকাল সন্ধ্যায় এই শব্দটি ব্যবহার করি, খোদা অমুক ব্যক্তিকে ন্যায়ের তওফীক্ক (সম্বল) দিয়েছে এবং অমুককে দেয় নাই।

যদি আল্লাহ্ তওফীক্ক দেয় তবে আমরা একটি মসজিদ তৈরী করে দিই, একটি ইমাম বাড়ী তৈরী করে দিই, একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দিই, নদীর উপর একটি ব্রীজ তৈরী করে দিই, কিন্তু চিন্তা করি না যে এই তওফীক্কের অর্থ কি ?

তওফীক্কের অর্থ হল মঙ্গলের জন্য অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া ও তার আয়োজন প্রস্তুত করে দেওয়া। খোদাতালা যখন তার কোন বান্দার কোন কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন তার জন্য অধিক থেকে অধিকতর মঙ্গল করার আয়োজন প্রস্তুত করে দেয় তারই নাম তওফীক্ক ।

এ অভিযোগ করা ভুল হবে যে খোদা আমাদের নামাজ পড়ার তওফীক্ক দেয় নাই বা রোজা রাখার তওফীক দেয় নাই। ইহা খোদার উপর বড় রকমের দোষারোপ করা হবে। সে প্রতি বান্দাকে প্রতিমুহূর্তে তওফীক্ক দিতে প্রস্তুত। শর্ত হল বান্দা নিজেকে তওফীক্ক অর্জন করার উপযুক্ত করে নিবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যে ব্যক্তি ভুলের মধ্যে গোঁড়ামী করে সে কখনও তওফীক অর্জন করার উপযুক্ত নয়। এবং খোদা তার কাছ থেকে তওফীক কেড়ে নেয়, তার ভুলের সমস্ত দায়িত্ব তার উপরই থাকে, খোদার উপর কোন অভিযোগ দেওয়া যায় না।

অনুশীলনী

১। তওফীক কি?

২। তওফীক কখন পাওয়া যায়?

৩। কোন কোন ব্যক্তি তওফীক কেন পায় না?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একত্রিশতম পাঠ

খুলুছ্ (একাগ্রতা)

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তার কাজকর্মে স্বাধীন করে দিয়েছে। ভাল রাস্তায় চলা বা মন্দ রাস্তায় চলার অধিকার তার আছে। কিন্তু ইহা বলে দিয়েছে যে যদি ভাল রাস্তায় চলে, তাহলে খুলুছ্ সহ চলতে হবে। নিজ আত্মার তৃপ্তি বা দুনিয়াকে দেখানোর জন্য নেকী করলে কোন উপকার হবে না।

আমাদের মাওলা হজরত আলী (আঃ) এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি খন্দকের যুদ্ধে যখন তাঁর শত্রু অম্র্ বিন আবদেউদের বুকে ছওয়ার হলেন তখন সে তাঁর দিকে থুতু ফেলে, তিনি তাঁর বুক থেকে নেমে এসে কিছুক্ষণ পর তার মাথা কাটলেন। অন্যান্য লোক আলীকে জিজ্ঞাসা করল, "হে আলী এমন উত্তম সুযোগ পেয়ে আপনি শত্রুকে ছেড়ে দিলেন কেন। যদি সে উঠে পালিয়ে যেত তাহলে আপনি কি করতেন ?"

তিনি বললেন, "সে আমার সঙ্গে বে-আদবী করেছিল এবং ইহা পরিষ্কার যে উহা রাগ জন্মানোর বিষয়। যদি আমি তার মাথা কাটতাম তাহলে খোদার মর্জীর সঙ্গে আমার রাগ শামিল আছে বোঝা হত। এ জন্য শত্রুর বুক থেকে নেমে এসেছিলাম যাতে যে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কাজই হোক সে যেন কেবল খোদার জন্যই হয়। উহাতে যেন বান্দার কোন পছন্দ বা অপছন্দ যোগ না হয়।

কর্মের এই পদ্ধতির নাম খুলুছ বা (একাগ্রতা)। খোদা আমলে খুলুছকেই পছন্দ করে। যার খুলুছ যত বেশী তাকে তার আমলের ততই ছওয়াব দেওয়া হয়। সে শত শত রাকাত নামাজ, হাজার হাজার ফকীরকে সাহায্যদান দেখে না বরং অন্তরের খুলুছ-কেই দেখে। খুলুছ থাকলে সবই ছওয়াবের উপযুক্ত এবং খুলুছ না থাকলে সবই বেকার।

অনুশীলনী

১। খুলুছ কি ?
২। খুলুছ হীন আমলের অবস্থা কি রূপ ?
৩। কোন খুলুছপূর্ণ কর্মের উদাহরণ দাও।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বত্রিশতম পাঠ

ভাল জীবন

আমাদের মজহব আমাদেরকে সব থেকে বড় শিক্ষা দিয়াছে যে এই দুনিয়ায় ভাল এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করা উচিৎ। ভালভাবে জীবন-যাপন করতে হলে বিশেষ প্রয়োজন হল, যে কথা মানুষকে পালন করতে আদেশ দেওয়া আছে সেগুলি পালন করা আর যে কথাগুলো নিষেধ করা হয়েছে, সে কথা থেকে দূরে থাকা। খোদা ও মানুষের অধিকারের খিয়াল রাখা।

হজরত রসুলে করিম (ছঃ) তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, "আমি দুনিয়াকে ভাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছি, যে এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে বা শিখবে না, সে ইস্‌লাম থেকে কিছুই পেল না।

এই চরিত্র সংস্কার করার জন্য ইসলাম কতকগুলি ছোট বড় কুকর্মের কথা বলে দিয়াছে। যেন মানুষ ঐ কুকর্ম থেকে দূরে থাকে ও নিজে পবিত্রতার সহিত জীবনযাপন করে। সেই ছোট বড় কুকর্মের নাম বড় গুণাহ্‌ ও ছোট গুণাহ্‌। বড় গুণাহ্‌ যাহা করিলে তার উপর জাহান্নমের আজাব দেওয়া হয়। বড় গুণাহের মধ্যে কয়েকটা গুণাহ্‌ হল যাহা থেকে আমাদের দূরে থাকা অবশ্যই

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দরকার, যাহাতে আমরা ভাল জীবন যাপন করিতে পারি এবং আমাদের জন্য অন্য কোন খোদার বান্দা কষ্ট না পায়।

১। কাহাকেও খোদার অংশিদার করা ২। অন্যায় ভাবে হত্যা করা ৩। ইয়াতিমের মাল খাওয়া ৪। জিনা করা ৫। পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করা ৬। সুদ খাওয়া ৭। মিথ্যা কছম (শপথ) খাওয়া ৮। মদ পান করা ৯। জুয়া খেলা ১০। ব্যাভিচার ১১। খোদার রহমতের উপর নিরাশ হওয়া ১২। খোদার আজাব থেকে নির্ভয় থাকা ১৩। গান-বাজনা করা ১৪। এক ব্যক্তির মন্দ কথা অন্য ব্যক্তির সহিত বলা (অর্থাৎ গিবাত করা) ১৫। মিথ্যা কথা বলা ১৬। মৃতের মাংস খাওয়া ১৭। সিতার, তাম্বুর বাদ্য যন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে ব্যস্ত থাকা ১৮। ঘুষ নেওয়া ১৯। অত্যাচারির পক্ষে সহযোগিতা করা ২০। চুরি করা ২১। অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার না করা ২২। প্রস্বাবের অপবিত্রতা হইতে নিজেকে রক্ষা না করা ২৩। এমন কোন কাজ করা যাহাতে তাহার পিতা মাতাকে লোকে গালাগালি করে ২৪। খোদার কোন বিচারের প্রতি অভিযোগ করা ২৫। অহংকার করা ২৬। মোমিনকে কষ্ট দেওয়া ২৭। পরিবারের প্রতি খেয়াল না করা ২৮। মদ খাওয়ার জায়গাতে বসা ২৯। গালাগালি বা খারাপ কথা বলা ৩০। অপবিত্র বা হারাম জিনিস খাওয়া ইত্যাদি।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তেত্রিশতম পাঠ

জুল্ আশিরার্ ঘটনা

যখন আল্লাহ্ রসুলেখোদাকে প্রকাশ্যে ইস্‌লাম প্রচারের হুকুম দিলেন এবং একথাও উল্লেখ করে দিলেন যে সর্ব্ব প্রথমে তোমার নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রচার কর। তখন রসুল (আঃ) হজরত আলী (আঃ) এর দ্বারা আবদুল মোত্তালিবের বংশধরদের সমস্ত পুরুষের কাছে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে আমার চাচাতো ভাই মুহম্মাদ মুস্তাফা (ছঃ) তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। পরের দিন চল্লিশ জন ব্যক্তি হজরতের কাছে আসিলেন। প্রথমে তিনি সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিলেন। খাওয়া শেষে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু আবুলাহাব উত্ত্যক্ত করায় সমস্ত লোক বক্তৃতা না শুনেই চলিয়া গেল। তার পরের দিন আবার হজরত আলী (আঃ) কে পাঠালেন সবাইকে ডাকিবার জন্য। সবাই আসিল, খাওয়ার পর তাদের সামনে ইস্‌লাম পেশ করলেন। এবং বলিলেন তোমাদের মধ্যে কে এমন ব্যক্তি আছে যে আমাকে হিদায়াতের কাজে সাহায্য করিবে। যে ব্যক্তি আমায় সাহায্য করিবে সে আমার ভাই, ওয়াছি, মন্ত্রি এবং খলিফা হবে। এবং আমার মনোনীত হাকিম হবে সমস্ত লোকদের উপর।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হজরত আলী (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে রসুল (ছঃ) এর সাহায্য করিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রসুলে খোদা বলিলেন যেহেতু আলী আমার সাহায্য করিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই হেতু সে আমার ভাই, ওয়াছি, মন্ত্রি ও খলিফা এবং আমার তরফ থেকে তোমাদের হাকিম মনোনীত হইলেন। তাঁর হুকুমকে শোনো বা অনুসরণ কর।

এই ঘটনার নাম জুল্ আশীরার আমন্ত্রণ। এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে রসুলে খোদা হজরত আলীকে প্রচারের প্রথম দিনেই নিজের খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর অনুসরণ প্রতি ব্যক্তির উপর ওয়াজিব করে দিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। জুল্ আশীরার ঘটনা বলা।

২। কার উত্তপ্ততায় সমস্ত লোক বক্তৃতা না শুনে চলে গিয়াছিল ?

৩। জুল আশীরার আমন্ত্রণের সময় রাসুলে খোদা (ছঃ) কাহাকে নিজের জানাশিন (খালিফা) নিযুক্ত করে ছিলেন ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চৌত্রিশতম পাঠ

গাদীরে খুম্

পয়গম্বরে ইস্‌লামের জীবনের শেষ সময়। তাঁর শেষ হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাত্রা করিবার পরিকল্পনা করছেন। এবং এই সংবাদ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। এবং দুনিয়ার প্রতিপ্রান্ত থেকে মুসলমানরা আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবার উদ্দেশ্যে ও হুজুরের জিয়ারাতের ইচ্ছা নিয়ে দলে দলে আসিতেছে।

হজের সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং মক্কায় হাজার হাজার মুসল্‌মান আসিয়া জমা হইয়া গেল। এবং হুজুরের সঙ্গে সবাই একত্রিত হয়ে হজের কার্য্যাবলি পালন করিলেন। হজের কার্য্য শেষ করিয়া হুজুর মদিনার দিকে যাত্রা করিলেন। মুসলমানদের দলও হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে চলল। এবং প্রত্যেকে এই আশা নিয়ে চলছে যে হুজুরের সেবায় যতটুকু সময় কাটানো যায় ততই আমাদের ভাগ্য খুবই ভাল।

কাফিলা চলতে চলতে গাদীরে খুম্ নামক চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে কাফিলা (দলের) দের রাস্তা আলাদা হয়ে যাবে। মুসলমানেরা নিজের নিজের রাস্তায় যাইবে বলিয়া প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় জিব্রাইল আমীন খোদার তরফ থেকে হুকুম

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নিয়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হইলেন। আমার রসুল তুমি ঐ সংবাদ পৌঁছে দাও যাহা আমি তোমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছি আর যদি তুমি এই সংবাদ পৌঁছে না দাও তবে তুমি রিছালতের কোন কাজই করো নি। আমার রসুল! এই পয়গাম (সংবাদ) পৌঁছানোর জন্য তুমি বিচালত হয়ো না। আমি তোমাকে রক্ষার জন্য দায়ী।

এই হুকুম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফিলাকে থামতে হুকুম দিলেন। যাহারা অগ্রে চলে গিয়েছিল তাহাদের ডাকা হইল, যাহারা পিছনে ছিল তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা হইল। এই ভাবে সাওয়ালাখ কলিমা পড়া মানুষের ভিড় জমে গেল। হুজুরের আদেশে উটের জীনের মেম্বার তৈরী করা হ'ল। এবং হুজুর সেই মেম্বারে উঠে প্রথমে খোদার হাম্‌দো-ছিনা (প্রশংসা) করিলেন। এবং পরে তিনি সেই জমায়েত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করিলেন যে—হে মুসলমানগণ! আমি কি তোমাদের হাকিম নই? সমস্ত জমায়েত লোকেরা এক বাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ আপনি আমাদের সবার হাকিম। এই কথা স্বীকার করানোর পর হুজুর আমিরাল মুমিনিন আলীইবনে আবুতালিব (আঃ) কে হাতের উপর উঁচু করিয়া বলিলেন "মনে রেখো আমি যাহার হাকিম এই আলী ও তাহার হাকিম"।

এই ঘটনাকে গাদীরে খুম্‌ এর ঘটনা বলে যাহা ১৮ই জিল্‌হিজ্‌ সন্‌ ১০ হিজ্‌রীতে ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার পর হুজুর কেবল দু'মাস দশদিন জীবিত ছিলেন এবং ২৮শে সফর সন ১১ হিজরীতে রেহলত পান (মৃত্যু হয়)।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। গাদীরে খুমের ঘটনা বল।

২। গাদীরে খুমে কি জিনিষের মেম্বার তৈরী করা হয়েছিল ?

৩। হুজুরের মৃত্যুর তারিখ ও সন বল ?

[] সমাপ্ত []

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

TANZEEMUL MAKATIB
GOLAGANJ, LUCKNOW. 226018 UP (INDIA)
Phone : 91 522 2615115, Fax : 91 522 2628923
Email : makatib@makatib.net